NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ রাজ্যপালকে ঘিরে ক্ষোভের জোয়ার যাদবপুরে

সংগঠিত শিল্পকে শেষ করার চেষ্টা করছে মমতার সরকার: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ৯ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ১৯১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.12.2025, Vol.19, Issue No. 191, 8 Pages, Price 3.00

উৎসবের আমেজে কড়া নজর পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'উৎসবের আনন্দে মাতুন, কিন্তু আইন ভাঙার কোনও ছাড় নেই', সতর্কবার্তা কলকাতা পুলিশের। বড়দিনের আমেজ ঘিরে ভিড় বাড়বে শহরের রাস্তায়। তার আগেই নিরাপত্তার বলয় আরও কষে বেঁধে ফেলেছে কলকাতা পুলিশ। প্রায় দেড় হাজারেরও বেশি পুলিশকর্মী থাকবেন শহরজুড়ে, শুধু কনস্টেবল নন, দায়িত্বে থাকবেন ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার থেকে শুরু করে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকদের বিশেষ টিম। শহরের পরিস্থিতির উপর নজরদারি চলবে সরাসরি লালবাজারের কন্ট্রোল রুম থেকে।

পার্ক স্ট্রিটকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে নজরদারির আলাদা নকশা। সেখানে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে একাধিক ওয়াচ টাওয়ার। ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকবেন সাদা পোশাকের গোপন পুলিশকর্মীরা। পাশাপাশি নারী নিরাপত্তায় থাকবে বিশেষ বাহিনী 'উইনার্স টিম', যাদের উপস্থিতিই বাড়াবে আস্থা। এছাড়াও সাদা পোশাকে পুলিশ, এসবি, মহিলা পুলিশ থাকবেন।

সম্ভাব্য যে কোনও অরাজকতা বা হঠাৎ পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন থাকবে কুইক রেসপন্স টিম এবং হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড। বড়দিনের আগের রাতে অতিরিক্ত ভিড় যাতে বিশৃঙ্খলার রূপ না নেয়, তাই পার্ক স্ট্রিটে সরাসরি পদচারণায় থাকবে নিয়ন্ত্রণ। প্রয়োজনে অ্যালেন পার্ক হয়ে ঘুরপথে চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হবে। মাঠ পর্যায়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর ও সাব-ইন্সপেক্টররা।

বড়দিন উপলক্ষে পার্কস্ট্রিট চত্বরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। আলোকসজ্জা ও অ্যালেন পার্কের অনুষ্ঠান দেখার জন্য প্রচুর মানুষ সেখানে হাজির হন। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতি বছরই নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকে। এবারও নিরাপত্তার জন্য একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শুধু পার্ক স্ট্রিট নয়, কড়া নজরদারির তালিকায় আরও একাধিক দর্শনীয় স্থান, আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ময়দান চত্বর, প্রিন্সেপ ঘাট, মিলেনিয়াম পার্ক। পাশাপাশি মেট্রো রেলেও থাকবে বিশেষ নজরদারি ও টহল। উৎসবের রাতে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর প্রবণতা রুখতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে হবে নাকা চেকিং।

বড়দিন ও আসন্ন ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে আলোর ছটায় সেজে উঠেছে পার্ক স্ট্রিট।

মতুয়াদের মারপিটে ঠাকুরনগরে কুরুক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে। বুধবার মতুয়াদের দু'পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হাতাহাতিতে গড়ায়। প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূলনেত্রী মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামীদের সঙ্গে অশান্তি বাধে শান্তনুর অনুগামীদের।

অশান্তির সূত্রপাত ঠাকুরবাড়ির সদস্য শান্তনুর এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। দিন দুয়েক আগে বাগদার এক সভায় বক্তৃতার সময় শান্তনু সিএএ এবং এসআইআর নিয়ে সওয়াল করেন। তবে বক্তৃতার মাঝেই তিনি বলেন, 'এসআইআর আমাদের কোনও সমস্যা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের যদি এসআইআরের সমস্যা পোহাতে হয়, তা পোহাব।' তার পরে আরও এক ধাপ এগিয়ে শান্তনু বলেছিলেন, '৫০ লক্ষ রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলমান, পাকিস্তানি মুসলমানকে বাদ দিতে যদি আমার সম্প্রদায়ের এক লক্ষ মানুষকে

ভোটদান থেকে বিরত থাকতে হয় তাতে কোনটা লাভ?'

পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি মতোই বুধবার মিছিল করে মমতাবালার অনুগামীরা ঠাকুরনগরে শান্তনুর বাড়ির সামনে যান। মিছিল শান্তনুর বাড়ির কাছে পৌঁছোলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, মিছিলের উপর চড়াও হন শান্তনুর অনুগামীরা। কেড়ে নেওয়া হয় ব্যানার। মারধরের অভিযোগও তুলেছেন মমতাবালার অনুগামী মতুয়ারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অনুগামীদের পাল্টা অভিযোগ, শান্তনুর বাড়িতে এসে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করেন কয়েক জন। বেলা গড়াতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু'পক্ষের মধ্যে চলে তুমুল হাতাহাতি, মারামারি। জখম হন দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন সমর্থক।

শান্তনুর অভিযোগ, তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা করছেন মমতাবালা। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, তিনি কিছুই বলেননি। শান্তনু যা বলেছেন, তা সকলে শুনেছেন। মমতাবালা বলেন, 'শান্তনু যা বলেছে, তাতে মতুয়ারা খেপে ছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন, এত দিন ধরে কেন তাঁদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তারই জবাব চাইতে শান্তনুর বাড়ি গিয়েছিলেন মতুয়ারা। সেখানে গিয়ে আক্রান্ত হলেন তাঁরা।' তাঁর কথায়, 'ওঁরা জবাব চাইতে গিয়েছিলেন। মারামারি করতে যাননি। কিন্তু গুন্ডাবাহিনী এনে যে ভাবে আজকে মারধর করা হয়েছে তা সকলে দেখেছেন।' তৃণমূল নেত্রীর প্রশ্ন, 'মতুয়াদের কি প্রতিবাদের অধিকার নেই?'

রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি মুসলমানদের নাম বাদ দিতে গিয়ে যদি এক লক্ষ মতুয়াকে ভোটদান থেকে বিরত থাকতে হয়, সেটা 'লাভজনক' মনে করেছিলেন শান্তনু। এটা নিয়ে মতুয়াদের মধ্যেই ধন্দ, ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। শুধু তা-ই নয়, শান্তনুর মন্তব্যে বিতর্ক দেখা দেয়। শান্তনুর মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আসরে নামে তৃণমূল। ঠাকুরবাড়ির আর এক সদস্য মমতাবালা বুধবার শান্তনুর বাড়ি ঘেরাও অভিযানের ডাক দেন।

এরাজ্যেই কর্মরত ৪৬০০ মাইক্রো অবজার্ভারকে নিয়োগপত্র প্রদান

স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কঠোর কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: খসড়া ভোটার তালিকা সংশোধন ও এসআইআর-সহ একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবার নির্বাচন কমিশন নামাচ্ছে বিশাল নজরদারি দল। মোট ৪ হাজার ৬০০ মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ পেয়েছেন। সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন প্রায় ৩ হাজার ৬০০ জন, অতিরিক্ত সহায়তায় থাকবেন আরও এক হাজার সংরক্ষিত অবজার্ভার।

বুধবার কলকাতার নজরুল মঞ্চে এই কর্মীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দপ্তর। উপস্থিত ছিলেন সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল, স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত-সহ কমিশনের উচ্চপদস্থ কর্তা ব্যক্তিরা। প্রশিক্ষণ চলে দুই পর্যায়ে। সকাল থেকে শুরু হওয়া প্রথম পর্বের পর দুপুরে দ্বিতীয় সেশন।

এদিন, মাইক্রো অবজার্ভারদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্কের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দপ্তর। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক স্পষ্ট ভাষায় জানান, এ রাজ্যে যে সব মাইক্রো অবজার্ভার কাজ করবেন, তাঁরা সকলে এই রাজ্যেই কর্মরত সরকারি কর্মচারী।

তিনি বলেন, 'মাইক্রো অবজার্ভাররা সকলেই এখানেই কর্মরত। কে কোন রাজ্যের বাসিন্দা, সে তথ্য জানানোর অবস্থায় আমরা নেই। তবে প্রত্যেকের হাতেই নিয়োগপত্র পৌঁছে গিয়েছে।' সিইও আরও যোগ করেন, 'কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম ও নির্দেশ মেনেই তাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন।'

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, মেট্রো রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, এলআইসি, কোল ইন্ডিয়া, ডিভিসি, শুল্ক দপ্তর-সহ নানা প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া হয়েছে কর্মকর্তাদের। তাঁদের দায়িত্ব একটাই, 'ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত রাখতে প্রতিটি ধাপে কড়া নজরদারি।'

এই তদারকির পরিধি শুধু কাগজে-কলমে নয়। বুথ লেভেল অফিসারদের ডিজিটাল এনিউমারেশন ফর্ম থেকে শুরু করে প্রমাণপত্র-সব নথিই খুঁটিয়ে যাচাই করতে হবে। নাম অন্তর্ভুক্তি, নাম বাদ পড়া কিংবা সংশোধন, প্রতিটি আবেদনের নথিপত্র পরীক্ষার পাশাপাশি হিয়ারিং প্রক্রিয়াতেও উপস্থিত থাকবেন মাইক্রো অবজার্ভাররা। অভিযোগ, আপত্তি, সংশোধন, কোথাও যেন অব্যবস্থা বা পক্ষপাতের অভিযোগ ঠাঁই না পায়, সেটাই লক্ষ্য।

সিঙ্গুরে নতুন অধ্যায়

■ বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের জেরে এক সময় সিঙ্গুর ছেড়ে গিয়েছিল টাটা গোষ্ঠী। সেই সিঙ্গুরেই এ বার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল তাঁর নেতৃত্বাধীন রাজ্য মন্ত্রিসভা। অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, নাহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে। সংস্থাকে ৯৯ বছরের জন্য লিজে ১১.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্প চালু হলে অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টের মতো ই-কমার্স সংস্থার পরিষেবা আরও মসৃণ হবে বলে মনে করছে রাজ্য।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

মহাকাশে ব্লু বার্ড-৬

■ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র 'বাহুবলী' রকেটে চেপে বুধবার সকালে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ 'ব্লু বার্ড ৬'। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে ঠিক সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে এলভিএম৩-এম৬ রকেটের সফল উৎক্ষেপণ হয়েছে। ইসরোর সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'ভারতের মহাকাশ যাত্রার ইতিহাসে এটি একটি গর্বের মাইলফলক হয়ে থাকবে।' তবে, 'ব্লু বার্ড ৬'-এর উৎক্ষেপণ শুধু ভারতের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কলঙ্কের ইতিহাস মোছার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুমায়ুন কবীরের 'বাবরি মসজিদ' নামক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিলান্যাসকে কেন্দ্র করে বুধবার রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী ফের একবার কড়া মন্তব্য করলেন। সাংবাদিকদের সামনে তিনি ঘোষণা করেন, 'যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে, বাবর, আকবর, হুমায়ুন, শাহজাহান-কারো নাম কোনো শিলান্যাসে লেখা হবে না। আমরা ইতিহাসের এই কলঙ্ক আর রাখব না।'

শুভেন্দু বলেন, 'ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাধা নয়। হিন্দু মন্দির হিন্দুদের, মুসলিম মসজিদ

মুসলমানদের, শিখ গুরুদ্বারা ও খ্রিস্টান গির্জা-নিজেদের সম্পদ ও জায়গায় নির্মাণ করুন। কিন্তু বাবরের নামে কোনো কার্যক্রম আমরা মানতে পারব না। এটি ইতিহাসের লুটেরা ও আগ্রাসীর নাম, যার কোনো জায়গা নেই আমাদের মাটিতে।'

তিনি তীব্রভাবে অভিযোগ করেন, 'শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এক হাজার পুলিশ পাহারায় দাঁড়িয়ে ছিল। প্রশাসন কোনো প্রশ্নও করেনি। এই ধরনের প্রদর্শনী কোনো বৈধ ধর্মীয় উদ্যোগ নয়, এটি একটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উন্মাদনার মঞ্চ মাত্র।'

শুভেন্দু আরও বলেন, 'বাবরের নাম মুছে ফেলা হবে। আকবর, হুমায়ুন, শাহজাহান-সবই ইতিহাস থেকে দূর হবে। কেউ চাইলে নিজের অর্থ দিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের জন্য বৈধভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু অনুমতি ছাড়া কোনো অনুষ্ঠান, মাইক, জমায়েত-কোনোটিই হতে পারবে না।'

তিনি প্রসঙ্গ টেনে উল্লেখ করেন, 'যদি কোনো ছাত্র কলেজে সরস্বতী পূজা করতে গিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়, মা কালীকে দোল দাহন করতে গেলে রাতের অন্ধকারে পুলিশি অনুমতি লাগে, অথচ বাবরের নামে যে উন্মাদনা দেখানো হলো, তা একচোখে ছেড়ে দেওয়া হলো।'

হাদি খুনে দাদার কাঠগড়ায় ইউনূস সরকারই

ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচন ভেস্তে দিতেই শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ করলেন নিহতের দাদা শরিফ ওমর হাদি। তিনি আঙুল তুলেছেন বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের একাংশের দিকে। তিনি বার বার নিশানা করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারকে। তিনি বলেন, 'সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যখন ক্ষমতায়, তখন ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে। আজ হোক, ১০ বছর পরে হোক, বিচারের কাঠগড়ায় আপনাদের দাঁড়াতেই হবে।'

মঙ্গলবার ঢাকার শাহবাগে 'শহিদি শপথ' নামে একটি কর্মসূচির আয়োজন করে ইনকিলাব মঞ্চ। সেই সংগঠনেরই আহ্বায়ক ছিলেন নিহত হাদি। 'প্রথম আলো'-র প্রতিবেদন অনুসারে, মঙ্গলবারের কর্মসূচিতে হাদির দাদা ওমর বলেন, 'ওসমান হাদি বলেছিল, ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচন হতে হবে। সেই নির্বাচন

করার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিল। কিন্তু তাকেই হত্যা করে নির্বাচনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করছেন, তা আমরা কখনওই হতে দেব না।' তিনি জানিয়েছেন, হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার করা না হলে তাঁরা পথ ছাড়বেন না। সমর্থকদের সেই 'শপথ' নিতে বলেন তিনি।

এদিনের কর্মসূচিতে হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিও তুলেছেন দাদা ওমর। তিনি বলেন, 'ওসমান হাদি শহিদ হয়েছে আজ ষষ্ঠ দিন। সরকার পদক্ষেপ করার বিষয়ে কোনও অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। সরকারের কাছে দাবি জানাই, হাদির খুনিচক্রকে জাতির সামনে তুলে ধরুন।' এখানেই থামেননি ওমর। তাঁর হুঁশিয়ারি, এ ভাবে চললে পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো এই সরকারের লোকজনও দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবেন। তাঁর কথায়, 'একটা কথা মনে রাখবেন, বাংলাদেশে জুলাই আন্দোলনের আগে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন, যাঁরা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তাঁরা কিন্তু আজ আর বাংলাদেশে নেই। তাঁরা পালাতে বাধ্য হয়েছেন। ওসমান হাদির খুনের বিচার না হলে আপনারাও একদিন দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। যে এজেন্সির হয়ে, যে রাষ্ট্রের হয়ে আপনারা ওসমান হাদিকে হত্যা করেছেন, মনে রাখবেন, সেই ওসমান হাদি কোনও এজেন্সি, কোনও রাষ্ট্র, কোনও তাঁবেদারের কাছে কখনওই মাথা নত করেনি।' ওমর জানান, কী ভাবে 'এজেন্সি'-র রক্তচোখকে উপেক্ষা করে নেতা হতে হয়, তা হাদি শিখিয়ে গিয়েছেন।

হাদির খুনের দ্রুত বিচার চেয়ে তাঁর দাদা বার বার কাঠগড়ায় তুলেছেন ইউনূস সরকারকে। তাঁর কথায়, 'আপনারা যদি মনে করেন, আর দু'মাস পরে ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন, এই দেশের জনতা আপনাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেই।' তিনি আরও বলেন, 'সরকারকে অনুরোধ করব, দ্রুত খুনিদের আমাদের সামনে নিয়ে আসুন। নির্বাচনের পরিবেশ যাতে বিঘ্নিত না হয়, খুনির বিচার করুন।'

নিহত দীপুর পরিবারের 'দায়িত্ব' নিল ইউনূস সরকার

ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর: ময়নমনসিংহে নিহত দীপু দাসের পরিবারের দায়িত্ব নেবে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এ কথা জানিয়েছেন সরকারের এক উচ্চপদস্থ উপদেষ্টা। ২৫ বছরের দীপুকে কয়েক জন পিটিয়ে খুন করে তাঁর দেহ পুড়িয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার বাংলাদেশের শিক্ষা উপদেষ্টা সিআর আবরার নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে গিয়েই কাপড়কলের শ্রমিক দীপুর খুনের ঘটনাকে 'পাশবিক অপরাধ' বলে উল্লেখ করেন তিনি। এ-ও জানান, এই অপরাধের কোনও অজুহাত হতে পারে না। মঙ্গলবার দীপুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পরে আবরার বলেন, 'দীপু দাসের সন্তান, স্ত্রী এবং বাবা-মায়ের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে রাষ্ট্র। ওই ঘটনা হল পাশবিক অপরাধ, যার কোনও অজুহাত থাকতে পারে না।' তিনি জানান, নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার আগে ইউনূসের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ওই পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন। 'প্রথম আলো' সূত্রে জানা গিয়েছে, দীপুর বাবা রবিচন্দ্র দাস পুত্রের হত্যার বিচার চেয়েছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৩১০ এফিডেভিট বলে Manas Kumar Das S/o. Atulya Kumar Das ও Manash Kr Das S/o. A. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৩০৯ এফিডেভিট বলে আমি Ranjan Chattopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Late Kamal Chattopadhyay ও Lt. K. C. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৩০৮ এফিডেভিট বলে আমি Pintu Hazra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kanai Lal Hazra ও L. Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৩০৪ এফিডেভিট বলে আমি Soumen Patra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mohan Patra ও H. Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Aruna Pal, D/O Apurba Kanti Pal and W/O Paresh Nath Chatterjee residing at 218, Kabi Nabin Sen Road, Kolkata-700028, do hereby declare that there is discrimination in my "Surname" but myself **Aruna Pal** and **Aruna Chatterjee** will be known henceforth as the same and one identical person, **vide affidavit no. 4587, dt 22.12.2025** declared before the 1st class Judicial Magistrate, at Barasat Judges Court, North 24 parganas.

নাম-পদবী

আমি Tujam Ali পিতা- মৃত Amir Ali ঠিকানা- গ্রাম- Bagberia পোঃ- Madanpur- Krishnapur থানা- Madhyamgram জেলা-24 Pgs. (N) Kolkata-১২৮ আমার Driving Licence (নং- WB25 19990098495) এ আমার নাম ভুলবশত লেখা আছে Md.Tuzam Ali এবং আমার পিতার নাম ভুলবশত লেখা আছে Md. A. Ali 22/12/2025 তারিখে Ld. Judicial Magistrate 1st Class Barasat Court Affidavit বলে আমি Tujam Ali ও Md. Tuzam Ali এবং আমার পিতা Amir Ali ও Md. A. Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

[illegible]

CHANGE OF NAME

I, NUPUR RANMAL @ NUPUR GUPTA RANMAL, Wife of Karim Abdul Karim Ranmal and daughter of Late Lakhi Narayan Gupta, residing at 213, HA – Block, Sector - 3, Near Bijan Bhawan, Salt Lake City, Bidhannagar (M), Post Office - Purbachal, Kolkata – 700097, District – North 24 Parganas. My name was wrongly registered / mentioned as "Nupur Ranmal" and "Nupur Gupta Ranmal", in the Passport of my elder and younger son respectively. I have changed my name and shall henceforth be known as "NUPUR GUPTA" as declared before the First Class Judicial Magistrate, vide Affidavit No. 966 dated 15.12.2025. That "Nupur Ranmal", "Nupur Gupta Ranmal" and "Nupur Gupta are all same and one identical person.

Munmun Mazumder
Advocate
9062610373
M/s Upadhyay & Associates, Hastings Chambers, 7C, Kiran Shankar Roy Road, Office No. GD, Ground Floor, Kolkata - 700001
E-mail: legalsolutionsandrelief@gmail.com

[illegible]

CHANGE OF NAME

I, RANMAL KARIM @ KARIM A. RANMAL @ KARIM ABDUL RANMAL @ RANMAL KARIM ABDUL FATIMA, Son of Abdul Karim Ranmal, residing at 213, HA – Block, Sector -3, Near Bijan Bhawan, Salt Lake City, Bidhannagar (M), Post Office – Purbachal, Kolkata – 700097, District – North 24 Parganas. My name was wrongly registered / mentioned as Ranmal Karim, Karim A. Ranmal, Karim Abdul Ranmal and Ranmal Karim Abdul Fatima in my different documents. I have changed my name and shall henceforth be known as "KARIM ABDUL KARIM RANMAL" as declared before the Learned Executive Magistrate, Barasat (Sadar), North 24 Parganas vide Affidavit No. 4408 dated 12.10.2018. That "Ranmal Karim", "Karim A. Ranmal", "Karim Abdul Ranmal", "Ranmal Karim Abdul Fatima" and "Karim Abdul Karim Ranmal" are all same and one identical person.

Munmun Mazumder
Advocate
9062610373
M/s Upadhyay & Associates, Hastings Chambers, 7C, Kiran Shankar Roy Road, Office No. GD, Ground Floor, Kolkata - 700001
E-mail: legalsolutionsandrelief@gmail.com

ঘোষণাপত্র

[illegible]

নিবেদন ইতি-Dibyendu Das, Advocate 23.12.25

নোটিশ

আমি বিজন কোলে পিতা- তরুণ কোলে, সাকিম গ্রাম- পাটুল, পোঃ- সুগন্ধ্যা, থানা- পোলবা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১০২, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসর অধিক কাল চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে আপত্তি করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible] বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুভাষ চন্দ্র মন্ডল** পিতা শ্রী চিত্তরঞ্জন মন্ডল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও খানাকুল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-শ্রীমতী বন্দনা অমিয় মন্ডল ওরফে বন্দনা এ মন্ডল (আমমোক্তার)

বিজ্ঞপ্তি

[illegible] নং ৩২, মৌজা- খানবেড়িয়া, এল.আর দাগ নং ১০৬৯, এল আর. খতিয়ান নং ২৮৮, আশুতি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মালিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে নদীয়া, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা কালেকটার বাহাদুর রায়ত স্বত্বে কমবেশী ০২ কাঠা জমি ২৫২১/২০২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় মাত্র। উক্ত সম্পত্তি শ্রীনিবাস বর, শ্রী রূপক কুমার বরের নামে রেকর্ড হয়ে আছে। বর্তমানে শ্রীনিবাস বরের ওয়ারিশান হিসাবে সীতারাম বর ও লক্ষণ বর হইতেছেন এবং শ্রী রমেশ বর ও রাকেশ বর পিতা-মন্মথ বরের ওয়ারিশ হইতেছে। খরিদা জমি যাহা পৌরসভা/পঞ্চায়েত এবং নির্দিষ্ট বি.এল. এণ্ড এল.আর. অফিসে নাম পত্তন বা রেকর্ড করার জন্য কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পৌরসভা/পঞ্চায়েত এবং নির্দিষ্ট বি.এল. এণ্ড এল.আর. অফিসে অভিযোগ দাখিল করিতে পারেন অন্যথায় সমস্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে এবং আইন অনুযায়ী কাজ হইবে।

সঞ্জয় ঝা
আইনজীবী
সিএমএম কোর্ট ২ ও ৩, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০০১
মোঃ ৯০৮৮৮৪৩৯০২

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সুমিত বর্মন (নাঃ) পক্ষে স্বাঃ মাতা ঊষা বর্মন, পিতা- শ্রী সুনীল বর্মন, সাং- প্রমোদনগর মতিলাল গুপ্ত রোড, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০০৮২, পূর্বতন জমির মালিক শ্রী ধীরেন দত্ত পিতা মৃত কালিপদ দত্ত, মহাশয়ের দ্বারা নিযুক্ত শ্রীমতী ঊষা বর্মন, মহাশয়াকে ২০০৭ সালে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রী-১, আলিপুর অফিসে নিবন্ধীকৃত ০০৭০৮/২০০৭ নং আমমোক্তার নামা বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। সেমতে আমার মক্কেল শ্রী সুমিত বর্মন (নাঃ) পক্ষে স্বাঃ মাতা ঊষা বর্মন, জনৈক শ্রীমতী ঊষা বর্মন মহাশয়, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রী-২ আলিপুর অফিসে ১৩৮৭৫/২০১২ সালে বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে কমবেশী ০২ কাঠা শালি জমি মায় তদুপরিস্থিত ১০০ বর্গফুট টালির ছাউনিযুক্ত গৃহাদি খরিদ করিয়াছেন। সেমতে আমার মক্কেল উক্ত জমি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে নাম খারিজ ও পত্তনের জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক। উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে প্রমানাদি সহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন, নচেৎ কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না তপশীল পরিচয়ঃ জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, থানা- ঠাকুরপুকুর, হাল হরিদেবপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিস বেহালা, কলকাতা কর্পোরেশনের ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থিত মৌজা সিরিটি, ২২৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ৩৯৮ নং দাগের কমবেশী ২ (দুই) কাঠা শালি জমি তদুপরিস্থিত ১০০ বর্গফুটের টালির চাল যুক্ত ঘর ১০ ফুট চলাচলের স্বত্ব মায় সাজপাট আকর আওলাতাদি সহ সম্পত্তি হইতেছে।

সঞ্জয় ঝা, এ্যাডভোকেট, সি.এম.এম. কোর্ট, ২ ও ৩ ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কল-১
মোঃ ৯০৮৮৮৪৩৯০২

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে ডিসেম্বর, ৯ ই পৌষ। বৃহস্পতি বার, পনঞ্চমী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(খ্রীষ্ট মাস ডে। শ্রী মহানমব্রত ব্রম্ভচারি আবির্ভাব তিথি।)

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অজয় কুমার ঘোষ, পিতা-ঁ ধর্মদাস ঘোষ, সাং ভট্টাচার্য্য বাড়ী লেন, চৌধুরী পাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইং ৩০.০৬.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-৬৯৩৩/২৫ নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় RS ৩৯৯ নং, LR ১৭৩৭০, ১৫৯১৩, ১৬৪১৮ নং খতিয়ানে ও RS ১৭৩৩৮ নং, LR ২১৯০৯ নং দাগে মোট ৩.২৮ শতক সম্পত্তি (১) সাগর সাহা, পিতা- মহাদেব সাহা (২) সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, পিতা-ঁ জীতেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, (৩) অভিজিৎ সাহা, পিতা- সত্যেন সাহা ও (৪) শঙ্কর ঘোষ, পিতা- সুনীল কুমার ঘোষ- এদের নিকট হইতে ক্রয় করেন। এই ব্যক্তিগণ উক্ত সম্পত্তি গত ইং ০৯.০১.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ১নং বহির ১৩০২-২০২৩ নং ভলিউমের ১৩০৫১-১৩০৬৮ নং পৃষ্ঠায় নিবন্ধীকৃত ২৫২ নং একখন্ড আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (১) মনোরঞ্জন সাহা @ মনোরঞ্জন ভূঞ্জা, পিতা-ঁ শচীন্দ্র কুমার সাহা, (২) মিনতী সাহা, স্বামী-ঁ দিলীপ কুমার সাহা @ দিলীপরঞ্জন ভুঞাঁ, (৩) সোনালী সাহা, স্বামী- সরন কুমার সাহা, (৪) শ্যামলী সাহা, স্বামী- উৎপল সাহা ও (৫) মিতালী সাহা, স্বামী- তপন সাহা-এদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল তাহার নামে উক্ত জমি রেকর্ড করাইতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্কে কাহারো যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **কৌশিক ঘোষ, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীস্থিত, জেলা জজ্, আদালত
মিস কেস নং - ১৬৫/২০২৩

দরখাস্তকারী :- নাবালক সোহম নিয়োগী, পিতা-৺সুনন্দ নিয়োগী, পক্ষে মাতা, স্বয়ং **শ্রীমত্যা সুপর্ণা নিয়োগী**, স্বামী-৺সুনন্দ নিয়োগী, পিতা-বিজয় কৃষ্ণ পাল, নিবাস ৬১/২, এস.এন. ব্যানার্জ্জী রোড, পোঃ ও থানা - তালতলা, কলকাতা-৭০০০১৪, পঃবঃ।

এতদ্বারা নাবালক **সোহম নিয়োগী**, পিতা-৺সুনন্দ নিয়োগী, নিবাস ৬১/২, এস.এন. ব্যানার্জ্জী রোড, পোঃ ও থানা - তালতলা, কলকাতা-৭০০০১৪, পঃবঃ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে বিষদ ভাবে বর্ণিত সম্পত্তি নাবালক সোহম নিয়োগীর সম্পত্তি বিক্রয়ের স্বার্থে উপরোক্ত আদালতে, উপরিউল্লেখিত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো যদি কোনরূপ আপত্তি থাকে, তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফত আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় উপরিউল্লেখিত মোকর্দ্দমাটি একতরফা বিচার হইয়া নিস্পত্তি হইবে।

(এ) তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জে.এল নং ০৮, মৌজা- আলতারা, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ২৮, মোহল্ল্যা- আলতারা পানপাড়া এবং জে. সি. রোড, এল.আর. খতিয়ান নং ২৮ (অসিমা ঘোষ)।

ক্রমিক নং	আর.এস. ও এল.আর. নং	হোল্ডিং নং	শ্রেনী	নাবালকের অংশ	নির্মান
১	১৭	১৩০৫	দোকান	০১ ছটাক ০৯ বর্গফুট	২২ বর্গফুট
২	২১৬	-	কলা বাগান	০১ ছটাক ২৫ বর্গফুট	-
৩	২১৫	-	কলা বাগান	০৭ বর্গফুট	-
৪	২২০	১৩১৪	বাস্ত্ত	০৪ ছটাক ২০ বর্গফুট	৪৩ বর্গফুট
৫	০৬	-	কলা বাগান	০১ ছটাক ৯ বর্গফুট	-

(বি) তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জে.এল নং- ০৪, মৌজা-বেজরা, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ২৯, মোহল্ল্যা বেজরা রোড, এল.আর. খতিয়ান নং ৪২ (অসিমা ঘোষ)।

ক্রমিক নং	আর.এস. ও এল.আর. নং	হোল্ডিং নং	শ্রেনী	নাবালকের অংশ	নির্মান
৬	৯৬৯	-	শালি	০১ কাঠা ০৪ বর্গফুট	-
৭	৭৪৯	-	বাগান	১৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট	-
৮	৭২৯	-	শালি	০৪ ছটাক ০৬ বর্গফুট	-
৯	১০০৬	-	শালি	০৬ ছটাক ১৩ বর্গফুট	-

(সি) তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জে.এল. নং ০৬, মৌজা-গরজি, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ২৮, মোহল্ল্যা খান রোড, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৬৮ (অসিমা ঘোষ)।

ক্রমিক নং	আর.এস. ও এল.আর. নং	হোল্ডিং নং	শ্রেনী	নাবালকের অংশ	নির্মান
১০	২১০১	-	শালি	১০ ছটাক ৩৮ বর্গফুট	-
১১	২০৯৫/৩১৮৩	-	ডাঙ্গা	১২ ছটাক ১৫ বর্গফুট	-

দরখাস্তকারীর পক্ষে
সুশোভন ঘোষ (আইনজীবি)

শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ, আদালত হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী অভিজিৎ রায়** পিতা ৺অজিত কুমার রায়, সাকিম বাঁশবেড়িয়া দক্ষিণপাড়া মেন রোড, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয় বিগত ইং ১০/১১/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-06789/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অজয় কুমার ঘোষ** পিতা ৺অসীম কুমার ঘোষ, সাকিম বাঁশবেড়িয়া সরকারী পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১৮/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00390/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুরজিত ঘোষ** পিতা গোবিন্দ ঘোষ সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা নিউ কলোনী, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে ০২ ছটাক ০৯ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রী সুরজিত ঘোষ** মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই, বিগত ইং ২৭/১২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-14965/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুমিত চক্রবর্তী** পিতা টিকেন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা নিউ কলোনী, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বাঁশবেড়িয়া, জে.এল. নং ৫৩, হাল এল. আর ৫৫৫২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৭২২ তথা হাল এল. আর ৪৮৭৬ নং দাগে বাস্ত জমি ষোল আনায় ০.০৪৫ একর তন্মধ্যে ০২ ছটাক ০৯ বর্গফুট সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুমিত চক্রবর্তী** পিতা টিকেন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শিল্পে গতি আনতে বিভিন্ন শিল্পতালুকে জমি বরাদ্দ করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিল্পায়নে গতি আনতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন শিল্পতালুকে মোট দুশো একরের বেশি জমি বরাদ্দ করেছে। বুধবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বৈঠকের পর অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের তরফে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর শিল্প তালুকে ৩০.৪২ একর, পানাগর শিল্প তালুকে ১.৩৭ একর এবং হরিণঘাটা শিল্প তালুকে ২.৭৭ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরীতে শিল্প স্থাপনের জন্য দেওয়া হচ্ছে ১৫৫ একর জমি। ডোমজুরে জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি পার্কের অফিস তৈরির জন্য ২০২৬.৮৪ বর্গফুট জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্তও হয়েছে, যা একর হিসেবে ধরলে প্রায় ০.০৫ একর।

অর্থমন্ত্রী আরো জানান, গত সপ্তাহে বিজনেস কনক্লেভে দেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী নাহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড হুগলির সিঙ্গুরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ওয়্যারহাউস গড়তে চায়। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ১১.৩৫ একর জমি সিলিং সারপ্লাস থেকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ওই জমিতেই অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টের ওয়্যারহাউস গড়ে উঠবে বলে জানানো হয়েছে। সেখানে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও অংকুরহাটিতে জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি পার্কের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য টেকনিকাল এডুকেশন দপ্তরের অধীন ০.৫ একর জমি দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব থাকবে কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের হাতে।

এদিনের বৈঠকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে মাদার ডেয়ারি কলকাতার মার্জার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর মাদার ডেয়ারি কলকাতা পুরোপুরি 'বাংলার ডেয়ারি'-র সঙ্গে মিশে গেল বলে জানান মন্ত্রী। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কথায়, রাজ্যে বিনিয়োগ টানতে ও কর্মসংস্থান বাড়াতে ধারাবাহিক ভাবেই শিল্প তালুকগুলিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। মোট ২০১.৪৬ একর জমি বরাদ্দের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের শিল্পায়নের পথে আরও এক ধাপ অগ্রগতি বলেই মনে করছে নবান্ন।

পুরনো সেতুর আয়ু শেষ, এখনই বদল, রূপনারায়ণের বুকে নতুন রেলসেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রূপনারায়ণের ওপর নতুন রেলসেতু তৈরির মাধ্যমে হাওড়া-খড়গপুর পথে যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চলাচলে জট কাটাতে বড় উদ্যোগ নিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। দেউলটি ও কোলাঘাটের মাঝামাঝি যে সেতু নম্বর ৫৭ একশো পঁচিশ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছে, তার কার্যকাল শেষ। ১৯০০ সালে চালু হওয়া ৮০৪ মিটার লম্বা সেই স্টিল গার্ডার সেতুর জায়গায় আধুনিক প্রযুক্তিতে গড়া নতুন সেতুই এখন ভরসা। রেলওয়ে সূত্রের বার্তা স্পষ্ট- নিরাপত্তায় কোনও আপস নয়। ৪৮১.১১ কোটি টাকার প্রকল্পে তৈরি হবে কম্পোজিট ও ওপেন-ওয়েব গার্ডারের সমন্বয়ে নতুন সেতু ও ভায়াডাক্ট। পাশাপাশি কোলাঘাট স্টেশন নবীকরণ, ডাইভার্টেড লাইনে উঁচু প্ল্যাটফর্ম- সবই এই পরিকাঠামো উন্নয়নের অঙ্গ। লক্ষ্য ২০২৭ সালের শেষেই কমিশনিং। দাবি, শতবর্ষের ব্যবহারের উপযোগী করে গড়া হবে নতুন সেতু। এখনই ভোগান্তি বাড়িয়েছে পুরনো সেতুর সীমাবদ্ধতা। ডাউন মেন লাইনে অধিকাংশ মালগাড়ি ও মেল-এক্সপ্রেস বন্ধ। গতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিছু ট্রেনের জন্য ৩০ কিমি/ঘণ্টায়। তিন লাইনের সেকশনে দুই লাইনের ব্যবহার জ্যাম বাড়াচ্ছে, আর রিভার্সেবল সিগন্যালিং-এর কারণে লাইন ডাইভারশনে জটিলতা ও দেরি- সব মিলিয়ে ঘনঘটায় ক্ষোভ বাড়ছে যাত্রী মহলে। এই প্রেক্ষাপটেই রেলের অঙ্গীকার- নতুন সেতু চালু হলেই বাড়বে গতি, কমবে ভিড়, যাত্রা হবে স্বস্তিদায়ক।

শনিবার ও রবিবার উত্তর কলকাতা রাজবল্লভ পাড়া সন্নিকটে ৮ নং ওয়ার্ডের জগৎ মুখার্জি পার্ক উদ্যানে আয়োজিত দু'দিনের বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, বনসাই প্রদর্শনী, ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে নতুন কিছু তৈরি, স্লোগান তৈরি সহ নানা শো আয়োজিত হয়। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ছাত্র ও ছাত্রী মিলিয়ে মোট -১৫৫ জন এই অঙ্কন প্রতিযোগিতাই অংশগ্রহণ করে। সত্যরঞ্জন দুলুই, রাজ রাজবীর সিং রাজপুত সহ অন্যান্যদের পুরস্কৃত করা হয়।

বাংলাদেশ ইস্যুতে তপ্ত প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বাংলাদেশে দীপু দাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদের ঢেউ বুধবার এসে আছড়ে পড়ল হাওড়া ব্রিজের দু'ধারে। বিজেপির ডাক দেওয়া সেতু অবরোধ ঘিরে এদিন সকাল থেকেই তুমুল অস্থিরতা। ব্রিজে ওঠার আগেই মিছিলকে থামিয়ে দেয় পুলিশ। তার পরেই শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, স্লোগান, রাস্তার উপর বসে বিক্ষোভ; ফলে সেতুপ্রান্তে জমে যায় যানবাহনের লম্বা লাইন। মিছিলের নেতৃত্বে থাকা বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই এদিন বলেন, বাংলাদেশের ইউনূসের সরকার হওয়ার পর হিন্দুদের বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছে। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অকারণে দীপু দাসকে পিটিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আজ পর্যন্ত এরকম জঘন্য হত্যাকাণ্ড আমরা দেখিনি।ওই ঘটনার প্রতিবাদ করছি। ইউনূসকে পেলে ওর কুশপুতুল না, ওকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারব।

তিনি আরও বলেন, আমাদের রাজ্যও আগামী দিনে বাংলাদেশে পরিণত হতে চলেছে। তারই প্রতিবাদ করার জন্য হাওড়ার রাস্তায় নেমেছি। পুলিশ আমাকে ধাক্কা মেরেছে। ব্যারিকেডে ধস্তাধস্তির জেরে ডান পায়ের হাড়ে গুরুতর আঘাত পান বিজেপি নেতা উমেশ রাই। চিকিৎসার জন্য তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তার পায়ে প্লাস্টার করা হয়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চায়। তাঁর বক্তব্য, আলোচনায় বসলে ভালো, না হলে রাস্তাই কথা বলবে। এখানে স্বাভাবিক কাজ হতে দেব না।

আলোকে তাড়াবি না, ধৈর্য দিলে সে নিজেই জ্বলে

বাবার হাত ধরে শেখা মোমশিল্পেই জীবনের পরিচয় খুঁজে পেলেন তুহিন

রাজীব মুখোপাধ্যায়

আহিরিটোলার স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়াল টপকে যখন সরু গলির ভেতর পা পড়ে, দূর থেকেই ভেসে আসে গলিত মোমের গন্ধ আর খসখস ছেনির শব্দ। ছোট্ট এক কর্মশালায় কাঠের টেবিল ঘিরে ছড়িয়ে আছে ছাঁচ, তুলির সারি, রং আর উষ্ণ আলো। সেখানেই বসে তুহিন মুখার্জী মোমের নরম দেহে খোদাই করেন আলো আর আকার; সান্তা, তারা, ঘণ্টা, ক্রিসমাস ট্রি, নটিভিটি সেট, সুঘ্রাণে ভরা বিশেষ মোমবাতি; সবই তাঁর স্পর্শে প্রাণ পায়। কলকাতার চার্চ থেকে জেলার ছোট্ট ঘর; বড়দিনের উৎসবে আলো পৌঁছে দেয় তাঁর হাতেই তৈরি এই শিল্পকর্ম। তুহিন শান্ত স্বরে বললেন, মোমবাতি শুধু জ্বলে না; মানুষের মনটাও নরম করে দেয়। এই পথ তাঁর কাছে নিছক পেশা নয়; এ উত্তরাধিকার। ১৯৮৬ সালে এই মোমশিল্প শুরু করেছিলেন তাঁর বাবা দীপক কুমার মুখার্জী। আজ ৭৮ বছর বয়সেও তিনি স্বয়ং হাতে কাজ করেন, ওয়ার্কশপে এসে ছেলেকে শিখিয়ে দেন মোমের শৃঙ্খলা। ছোটবেলায় তুহিন বিস্ময়ে দেখতেন; গরম মোম ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে

কীভাবে গল্পে বদলে যায়। প্রথম হাতে ধরা সেই মোমের উষ্ণতা এখনও তাঁর স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে।

খোদাই করতে বসলেই স্মৃতির ঢেউ আসে। বাবার উপদেশ যেন কানে বাজে; আলোকে তাড়াবি না, তাতে সে কাঁপে; ধৈর্য দিলে স্থির হয়ে জ্বলে। বড়দিনের আগে এই কর্মশালায় সময় থমকে যায়। রাত পেরিয়ে ভোর; তবু কাজ থামে না। গরম মোম, নতুন ছাঁচ, ধারালো তুলির টান; প্রতিটি মোমবাতির তলায় তুহিন নিজে তারিখ লেখেন। তাঁর ভাষায়; প্রতিটি মোমবাতি শুধু পণ্য নয়; একটা ব্যক্তিগত স্মৃতি। যে বাড়িতে তাঁর বানানো মোমবাতি পৌঁছয়, সেখানে শুধু ঘর উজ্জ্বল হয় না; জ্বলে ওঠে অপেক্ষা, নিঃশব্দ প্রার্থনা এবং ঘরের উষ্ণতা। দ্রুত বদলে যাওয়া শহরের ভিড়ে তাঁর টেবিলে রাখা ছোট ছোট শিখা যেন বলে যায়;উত্তরাধিকার মানে কেবল নাম টিকিয়ে রাখা নয়; অন্ধকারকে গলিয়ে আলো ধরিয়ে দেওয়াই দায়িত্ব।

তুহিনের চোখে আজও আলাদা দীপ্তি। তিনি হেসে বলেন, বাবার হাতেই প্রথম আলো ধরেছিলাম; আজ সেই আলোই আমার পেশা, আমার পরিচয়। উত্তর কলকাতায় নরম মোমের স্পর্শে অন্তরে বড়দিন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ৯ পৌষ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

সমাবর্তনের মঞ্চে পৌঁছতেই রাজ্যপালকে ঘিরে ক্ষোভের জোয়ার যাদবপুরে

‘হিংসা ও দুর্নীতির সঙ্গে আপস নয়, বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতেই কঠোর হতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৮তম সমাবর্তনের দিন রাজকীয় আয়োজনের পাশাপাশি সামনে এল ক্ষোভের তীব্র স্রোত। আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ওপেন-এয়ার থিয়েটারে উপস্থিত হতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্রছাত্রীরা। হাতে পতাকা, মুখভরা স্লোগান; একটাই সুর, নির্বাচন চাই, নিরাপত্তা চাই, পরিকাঠামো উন্নয়ন চাই। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত একতরফা চলতে পারে না। আচার্য দায়িত্বে আছেন; তাই তাঁর সামনেই দাবি জানাচ্ছি। শুধু নির্বাচন নয়, আরও বিস্ফোরক অভিযোগও তুলেছেন পড়ুয়ারা; যাদবপুরকে ‘পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয়’ বলা হলেও বাস্তব ছবি উল্টো। ল্যাবে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই, পরিকাঠামোগত ঘাটতিতে ক্লাস বাধাগ্রস্ত, নিরাপত্তা অপ্রতুল; ছাত্রছাত্রীদের ঝুঁকির মধ্যেই থাকতে হচ্ছে। পড়ুয়াদের দাবি, সমাবর্তনের দিনটিই ছিল প্রতিবাদের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। বছরের অন্য সময়ে আচার্যকে ক্যাম্পাসে পাওয়া যায় না। তাই আজই দাবি জানাতে হয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পর ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা

রাজ্যপালের কাছে লিখিত ডেপুটেশনও জমা দেন। বিক্ষোভের জবাবে রাজ্যপালের বক্তব্য, প্রতিবাদ করা ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার। রাজভবন এখন লোকভবন; যে কোনও সময় এসেই কথা বলা যায়। রাজ্যজুড়ে বাড়তে থাকা হিংসা ও দুর্নীতির বিষবাষ্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও গ্রাস করছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন মঞ্চ থেকেই এমন কঠোর সতর্কবার্তা দিলেন রাজ্যপাল ও আচার্য সিভি আনন্দ বোস। তাঁর ভাষায়, বিশ্ববিদ্যালয় কোনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। সমাজে অসুখ দেখা দিলে তার প্রতিচ্ছবি শিক্ষাঙ্গণেও পড়বেই। ছাত্ররাজনীতি বা প্রতিবাদের অধিকার গণতান্ত্রিক বলেই স্বীকার করে রাজ্যপাল স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন সীমারেখা সম্পর্কে। তাঁর সোজাসাপটা মন্তব্য, মতামত জানানো যাবে, প্রতিবাদ হবে, কিন্তু হিংসা একটুও সহ্য করা হবে না। তাঁর দাবি, শুধুমাত্র নিয়মকানুন কড়া করলেই হবে না, সমাজ ও প্রশাসনের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া শিক্ষা পরিবেশের স্বাভাবিকতা ফিরবে না। শিক্ষাঙ্গণের স্বচ্ছতা রক্ষায় ছাত্র, শিক্ষক সকলের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশাসনিক অনিয়মের প্রসঙ্গে রাজ্যপালের সরাসরি আঙুল তোলা বক্তব্য, অবৈধ সিদ্ধান্ত শিক্ষাব্যবস্থার ভিত কাঁপিয়ে দেয়। অতীতের ভুলের বোঝাই আজকের সংকট। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার একমাত্র টেকসই পথ আইনি বৈধতা ও সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা।

যাদবপুরে অতীতের মর্মান্তিক ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যপাল বলেন, ক্যাম্পাসে অবাধ যাতায়াত ও নিয়ন্ত্রণহীন ঘোরাফেরা ঝুঁকি বাড়ায়। তাই আধুনিক নজরদারির ওপর জোর দিয়ে জানান, প্রয়োজনে ড্রোন প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হবে। দু’বছর পর সমাবর্তনে যোগ দিয়ে পূর্বতন অধ্যায় প্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, তৎকালীন উপাচার্যের আমলে বহু বেআইনি পদক্ষেপের প্রতিবাদেই তিনি সমাবর্তনে যাননি। বর্তমানে নতুন উপাচার্যের দায়িত্বগ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয় পথ ঠিক করছে বলেই মত প্রকাশ করেন তিনি। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সমস্ত আইনগত প্রক্রিয়া মানা হয়েছে বলেও দাবি করেন। অনুষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য সাতটি আলাদা পুরস্কারের ঘোষণা করেন রাজ্যপাল। লোকভবনের পক্ষ থেকে প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ধার্য হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। ছায়া ঘনাচ্ছে রাজনীতির অঙ্গনেই নয়; রাজ্যের শিক্ষা পরিসরেও। আর সেই অস্বস্তিকর বাস্তবতার দিকেই আঙুল তুলে রাজভবনের কর্ণধার বললেন, হিংসা ও দুর্নীতির সঙ্গে আপস নয়; বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতেই কঠোর হতে হবে।

ইভেন্টের আড়ালে কারা?

মেসি-কাণ্ডে স্পনসরদের দোরগোড়ায় সিট, টাকার লেনদেনে নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় লিওনেল মেসিকে ঘিরে আয়োজিত ইভেন্টের দিন ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খলার তদন্ত এবার নতুন মোড় নিল। বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) সরাসরি নজরে আনল ইভেন্টের একের পর এক স্পনসর সংস্থাকে। তদন্তকারী সূত্রের খবর, ছ’টিরও বেশি স্পনসর সংস্থার প্রতিনিধিদের এই সপ্তাহেই হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্তকর্তাদের স্পষ্ট লক্ষ্য ঝড়তোলা ইভেন্টের আড়ালে অর্থের অস্বচ্ছ প্রবাহ ছিল কি না; তার পূর্ণ হদিস চাই। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি বা পূর্বপরিকল্পিত কোনও চক্র সক্রিয় ছিল কি না;তার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখছে সিট। বিশেষ নজরে রয়েছেন ইভেন্টের প্রধান উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। স্পনসরদের কাছ থেকে কত অর্থ তোলা হয়েছে, টাকার লেনদেন কোন পথে হয়েছে, সেই অর্থ কোথায় খরচ হয়েছে; সব প্রশ্নেরই উত্তর চাই তদন্তকারীদের। সিটের এক সদস্যের কথায়, তদন্তের গন্তব্য যতক্ষণ পরিষ্কার না হবে, তদন্ত থামছে না। ইতিমধ্যেই শতদ্রু দত্তের

তিনটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অনুমান, এই ডিভাইসগুলির মাধ্যমেই টিকিট সংস্থা, স্পনসর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ চলত। ফোনগুলির কল ডিটেলস, চ্যাট, অনলাইন ট্রানজ্যাকশন সব খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। এর আগেই অনলাইন টিকিট বিক্রির এক শীর্ষ কর্তার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিট। নোটিস পাঠিয়ে অনলাইন টিকিট সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট আকুল নারুলাকে দিল্লি থেকে ডেকে এনে বহুক্ষণ জেরা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণভাবে, তাঁকে বসানো হয়েছিল শতদ্রু দত্তের মুখোমুখি। তদন্ত সূত্রের দাবি, মুখোমুখি জেরায় যে তথ্য বেরোচ্ছে, তা তদন্তে মোড় ঘোরাতে পারে। স্পনসর সংস্থাগুলিকে তলবের সিদ্ধান্ত নিয়ে তদন্তকারী মহলের স্পষ্ট ইঙ্গিত, নাম যত বড়ই হোক, প্রশ্নের মুখে পড়তেই হবে। মেসিকে ঘিরে আয়োজিত শোরগোলের আলো ম্লান হয়ে গেছে অনেক আগে। এখন আলো পড়ে আছে হিসাবের খাতা।

ক্ষমতায় আসার পর সংগঠিত শিল্পকে শেষ করার চেষ্টা করছে মমতার সরকার: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাঁচামালের অভাব এবং কাঁচা পাটের মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে কয়েকদিন মিল বন্ধ রাখার নোটিস দিয়েছে কাঁকিনাড়ার নফরচাঁদ জুটমিল কর্তৃপক্ষ। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি অর্থাৎ ১৭ দিন মিলে উৎপাদন বন্ধ থাকবে। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে ফের মিলে উৎপাদন চালু হবে। নফরচাঁদ জুটমিল কয়েকদিন বন্ধ রাখা নিয়ে শ্রমিক নেতা তথা ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পাটের অভাব এবং রক্ষণাবেক্ষনের কারণ দেখিয়ে নফরচাঁদ মিল বন্ধ রাখা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ১১ জানুয়ারি থেকে ওই মিল ফের চালু হয়ে যাবে। তিনি বলেন, রাজ্যে জুট শিল্পের মতো অনেক অর্গানাইজড ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ সংগঠিত শিল্প আছে। যেখানে দুই থেকে তিন-চার হাজার শ্রমিক কাজ করেন। এই ধরনের সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতি মাসে বেতন বাবদ প্রায় দুই কোটি টাকার মতো খরচ হয় মালিকপক্ষের। শ্রমিক নেতার অভিযোগ, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সংগঠিত শিল্পগুলোকে শেষ করার চেষ্টা করছে মমতার সরকার। শ্রমিক নেতার আরও অভিযোগ, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় দু’টন কিংবা পাঁচ টনের মিল গড়ে উঠেছে। পিএফ, ইএসআই, গ্রাচুইটি ছাড়াই এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ঠিকা শ্রমিক দিয়ে ওই মিলগুলো চালাচ্ছেন। তাছাড়া এখন পাটের উৎপাদন অনেক কমে গেছে। মূলত, সংখ্যালঘুরা পাটচাষ করতেন। তাঁরা পাট চাষ ছেড়ে কাজের জন্য ভিন

রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। ফলস্বরূপ, বাংলায় পাটের উৎপাদন অত্যাধিক হারে কমে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠেছে। এর ফলে বৃহৎ জুটমিলগুলোতে বেশ কয়েকটি বিভাগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি জানান, ভারত থেকে পাটের বীজ বাংলাদেশে যাচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে পাটজাত উৎপাদিত দ্রব্য এদেশে আসছে। তাই পাটের বীজ বাংলাদেশে পাঠানো বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি উৎপাদিত দ্রব্য এদেশে আসা আটকাতে হবে। প্রসঙ্গত, গত ২১ ডিসেম্বর রাতে সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলেছে জগদ্দলের জেজেআই জুটমিলে। মিল কর্তৃপক্ষ বন্ধের নোটিসে উল্লেখ করেছে, কাঁচা পাটের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। সেইসঙ্গে অস্বাভাবিক হারে কাঁচা পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মিল প্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ৮০ কোটি টাকার মতো দায় হয়েছে জেজেআই জুটমিলে। ওই মিলটা একেবারে শেষের পর্যায়ে চলে গেছে। নতুন মালিককে মিলটা অধিগ্রহণ করতে গেলে ৩০ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। বর্তমানে জুট শিল্পের যা পরিস্থিতি, তাতে কেউ মিল কিনবে না। জুট শিল্প বাঁচাতে তাঁর উদ্যোগ প্রসঙ্গে শ্রমিক দরদী নেতা জানান, জুটমিলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে টেক্সটাইল মন্ত্রী ও জুট কমিশনার অফ ইন্ডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া মিলগুলোতে ডিএ দেওয়া বন্ধ ছিল। সম্প্রতি সমস্ত জুটমিল ডিএ প্রদানের নোটিস দিয়েছে। তাঁর দাবি, মূলত পাটের অভাবের জন্য মিল চালাতে সমস্যা হচ্ছে। তাই কিছু কিছু জুটমিল কয়েকদিন মিলে উৎপাদন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শ্রমিক নেতার কথায়, জুটমিলের শ্রমিকরা বামেদের সরিয়ে রাজ্যে তৃণমূলকে এনেছে। এবার শ্রমিকরাই তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপিকে আনবে। তাঁর দাবি, জুট শিল্পকে পরিকল্পনা মাফিক শেষ করার চক্রান্ত চলছে। গোটা বাংলায় জুট শিল্পের পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ।

উৎসব মানে ছাড় নয়, রুফটপ রেস্তোরাঁগুলিতে কড়া নজর রাখছে পুরসভা ও দমকল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বড়দিনের ছুটি পেরিয়ে ইংরেজি নববর্ষ, শহর যখন টানা উৎসবের আমেজে, তখনই নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ কলকাতা পুরসভা। উৎসবের ভিড়ে শহরের রুফটপ রেস্তোরাঁগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকঠাক রয়েছে কি না, তা একযোগে খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল পুরসভা ও দমকল দপ্তর। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিয়োর বা এসওপি মেনে রেস্তোরাঁগুলি চলছে কি না, সে দিকেই থাকবে কড়া নজরদারি।

এই প্রসঙ্গে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, উৎসবের মরশুমে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর কথায়, রুফটপ রেস্তোরাঁগুলির নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য দমকল দপ্তরকে লিখিত নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

মেয়র জানান, বড়দিন ও নববর্ষকে ঘিরে শহরের বহু রুফটপ রেস্তোরাঁয় একের পর এক পার্টি, অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ে ভিড় বাড়বে। আর ভিড় বাড়লেই দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বেড়ে যায়। সেই কারণেই আগাম প্রস্তুতি হিসেবে প্রতিটি রেস্তোরাঁয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি নির্গমন পথ, অনুমোদিত ধারণক্ষমতা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বিধি ঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুরসভা সূত্রের বক্তব্য, উৎসবের আনন্দ যাতে কোনও দুর্ঘটনায় রূপ না নেয়, সেটাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। তাই শহরের আকাশছোঁয়া ছাদে জমজমাট উদ্‌যাপনের আড়ালে কোনও অনিয়ম বা নিরাপত্তাহীনতা লুকিয়ে থাকলে, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত পুর কর্তৃপক্ষ ও দমকল দপ্তর। বার্তা একটাই;উৎসব হোক, কিন্তু নিয়ম ভেঙে নয়।

নতুন বছরের শুরুতেই বাজবে ঘণ্টা, নিউ মার্কেট ক্লক টাওয়ারে ফিরছে সময়ের হাঁকডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া এক ঐতিহ্য নতুন বছরে ফের জীবিত হতে চলেছে। নিউ মার্কেটের প্রাচীন ক্লক টাওয়ার, যে ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি একদিন ধর্মতলা চত্বরে সময়ের স্পষ্ট ঘোষণা দিত, দীর্ঘ অবহেলা ও যান্ত্রিক বিকলের পর আবার সচল হওয়ার মুখে। নাগরিকদের উদ্যোগ, ইচ্ছাশক্তি এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের জোরেই এই পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত, লন্ডনের বিখ্যাত ঘড়ির আদলে গড়া এই টাওয়ার বহু বছর নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে ছিল। কাঁটা থেমেছে, ঘণ্টা নিশ্চুপ; এ যেন ইতিহাসের ওপর জমে থাকা ধুলো। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ দেশে না মেলায় এবং বিপুল ব্যয়ের অজুহাতে প্রকল্প বারবার আটকে যায়। পুরনিগমের প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবের মাটিতে কাজ এগোয়নি।

এই অচলাবস্থায় হাত বাড়ান সাধারণ নাগরিকেরা। তাঁরা আবেদন করেন, তাগিদ দেন, অর্থ ও মানসিক শক্তিতে পাশে দাঁড়ান। তার ফলেই টাওয়ারে নতুন করে আলোকসজ্জা বসেছে, কাঠামোর মেরামতি প্রায় শেষ, ঘণ্টা লাগানো হয়েছে। এখন বাকি শুধু শেষ পর্ব; ঘড়ির নির্ভুল চলন নিশ্চিত করা।

উদ্যোগের নেতৃত্বে থাকা মুদার পথেরিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কাজের শেষ ধাপ চলছে। নতুন বছরের শুরুতেই ঘড়ির কাঁটা ঘুরবে, ঘণ্টাও বাজবে। দেড়শো বছরের ঐতিহ্য বহন করা নিউ মার্কেট বহুদিন ধরেই ভগ্নসৌধের মতো পড়ে ছিল। বাজার সংস্কার থমকে থাকলেও, ক্লক টাওয়ারের পুনরুত্থান প্রমাণ করল, শহরের আত্মা এখনো জীবিত। নববর্ষে যখন কাঁটা নড়বে, ঘণ্টা বাজবে, তখন শুধু সময় নয়, কলকাতার স্মৃতিও আবার জেগে উঠবে।

অমিত শাহের সম্ভাব্য সফর ঘিরে প্রস্তুতি, প্রকাশ্য সমাবেশ নয়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বছরশেষে কলকাতায় আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সম্ভাব্য সফরকে ঘিরে রাজ্য বিজেপি সাংগঠনিক কর্মসূচির খসড়া তৈরি করতে শুরু করেছে। দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত, প্রকাশ্য জনসভা না হলেও, কর্মীদের অংশগ্রহণে একটি বড় মোটরবাইক শোভাযাত্রা আয়োজনের প্রস্তাব রয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই উদ্যোগের লক্ষ্য মূলত সংগঠনকে চাঙ্গা করা এবং কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করা। দলের একাংশের বক্তব্য; মঞ্চসভা না হলেও জনসংযোগের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মতো কর্মসূচি করা হবে।

শাহের সফরের সম্ভাব্য তারিখ হিসেবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহকে ধরে প্রস্তুতি চলছে। সংগঠনের বৈঠকে কয়েকটি জেলাকে শোভাযাত্রায় যুক্ত করার পরিকল্পনা হয়েছে। তবে রুট, সময় বা

অংশগ্রহণকারী জেলা;কোনও বিষয়ই এখনও চূড়ান্ত নয়। সবকিছুই নির্ভর করছে চূড়ান্ত সফরসূচি এবং প্রশাসনিক অনুমতির ওপর। বিজেপির ভিতরে দু’ধরনের মতভেদও রয়েছে। একটি অংশ চাইছে দিনের আলোয় কর্মসূচি হোক, যাতে মানুষের কাছে দৃশ্যমানতা বাড়ে। অন্য অংশের মতে, রাতের শহরে বাইকের সারি আলাদা আবহ তৈরি করবে। তবে শেষ সিদ্ধান্ত হবে নিরাপত্তা ও অনুমতির মতো বাস্তবিক প্রশ্ন খতিয়ে দেখেই। সরকারি সূত্র থেকে এখনো চূড়ান্ত সফরসূচি প্রকাশ হয়নি। ফলে দলীয় মহলে প্রস্তুতি থাকলেও তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে স্বাভাবিক অপেক্ষা। বাকি সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি ঘোষণার পরই।

২০১০ সাল পরবর্তী ওবিসি শংসাপত্র গ্রহণযোগ্য কিনা সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় জাতিগত শংসাপত্র ঘিরে বড় আইনি মোড়। ২০১০ সালের মার্চের পরে ইস্যু হওয়া ওবিসি সার্টিফিকেট আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না, সেই প্রশ্নের ভার এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাঁধে তুলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ; সাত দিনের মধ্যে যুক্তিসহ সিদ্ধান্ত জানাতে হবে কমিশনকে। হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের আদালত জানায়, ২০১০,এর পর দেওয়া ওবিসি শংসাপত্র গ্রহণযোগ্য কি না; এখন বলবে নির্বাচন কমিশনই।

এর আগে আদালত ২০১০ সালের পরে প্রস্তুত হওয়া ওবিসি তালিকা বাতিল ঘোষণা করেছিল। তার ফলেই প্রায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি সার্টিফিকেট অকার্যকর হয়ে যায়। তবে ২০১০ সালের আগে ঘোষিত সংরক্ষিত শ্রেণির শংসাপত্র বহাল থাকায় সেই অংশের উপভোক্তাদের কোনও সংশয় নেই। এদিন আদালত আরও জানায়, ওবিসি সংরক্ষণে চাকরি পেয়েছেন বা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রয়েছেন; তাঁদের কর্মস্থানে এই রায় আলাদা কোনও অভিঘাত ফেলবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ; ২০১০ এর পরে যে ভাবে নতুন ওবিসি তালিকা তৈরি করা হয়েছিল, তাতে আইনগত প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মানা হয়নি।

একজন বৈধ ভোটারও বাদ পড়লে দায় নেবে না দল, এসআইআর শুনানির আগে অভিষেকের কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি নির্দেশের পর ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে এখন সর্বোচ্চ তৎপরতা। এসআইআর পর্ব ঘিরে রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাসকদল। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সুরেই বার্তা,ভুল বা গাফিলতিতে একজনও বৈধ নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তার দায় নেবে না দল। এই আবহেই ফের সংগঠনের লাগাম ধরছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বড়দিনের উৎসব শেষ হতেই আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুক্রবার তিনি প্রায় দশ হাজার বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসতে চলেছেন। উদ্দেশ্য একটাই; মমতার নির্দেশ কতটা বাস্তবায়িত হল, কোথায় কাজ থমকে আছে এবং কে কতটা দায়দায়িত্ব পালন করছেন, তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব নেওয়া।

নেতাজি ইনডোরে সম্প্রতি বিএলএদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ম্যারাথন বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছিল করণীয়র রূপরেখা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম যাচাই, শুনানি

পর্বে সক্রিয় উপস্থিতি এবং প্রতিটি বৈধ ভোটারকে তালিকায় নিশ্চিত অন্তর্ভুক্তি; সব বিষয়েই জোর দিয়েছিলেন তিনি। এবার সেই ‘রোডম্যাপ’ বাস্তবায়নের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে মাঠে নামছেন অভিষেক।

দলীয় সূত্রের বার্তা, শুক্রবারের বৈঠকে অভিষেক শুধুই দিক নির্দেশ নয়, রিপোর্ট কার্ড চেয়ে বসতে পারেন। কোন জেলায় কাজ এগোচ্ছে, কোথায় ঢিলেঢালা মনোভাব, কারা দায়িত্বে থেকেও নিষ্ক্রিয়; সবকিছুই যাবে পর্যবেক্ষণের অধীনে। ইতিমধ্যে একাধিক জেলা থেকে সংগঠনের শীর্ষমহলে পৌঁছেছে অভিযোগ; কোথাও কাজের পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তি, কোথাও আবার প্রত্যাশিত গতিতে চলছে না এসআইআর সংক্রান্ত তৎপরতা।

শোনা যাচ্ছে, এবার ফাঁকফোকর রাখা মনোভাবেই কঠোর হতে পারে দল। বৈধ ভোটারদের পাশে থাকার অঙ্গীকারের সুরেই তৃণমূল পরিষ্কার করছে; প্রশাসনিক ভুল হোক বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্ররোচনা; বৈধ নাগরিকের নাম বাদ পড়লে চুপ করে দেখবে না দল। এসআইআর শুনানির গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে তাই সংগঠনের ‘মেশিনারি’কে নতুন করে তীক্ষ্ণ করাই লক্ষ্য। অভিষেকের বৈঠককে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অন্দরেই এখন চাপা কাঁপন; দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন যাঁরা, তাঁরাই শুধুই স্বস্তিতে।

উত্তুরে হাওয়ার ছোবল, আজ থেকেই নামবে পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে শেষমেশ মঞ্চ সাজল শীতের। আকাশ শুকনো, বাতাসে ধারালো কামড়। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সরে যেতেই উত্তর দিক থেকে নেমে আসা ঠান্ডা হাওয়া এখন বাধাহীন প্রবেশাধিকার পেয়েছে; আর তার ফলেই পড়তে শুরু করেছে পারদের মুখ। গত কয়েক দিন ১৫ ডিগ্রির ঘরে দুলতে থাকা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ থেকে আরও নামার জোরালো ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুরের পূর্বাভাসে সোজা কথা, উত্তর ভারতে তুষারপাত ও প্রবল শৈত্যপ্রবাহের প্রভাবে বাংলায় ঠান্ডা হাওয়ার জোর বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা ২,৩ ডিগ্রি কমার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, বড়দিনের আগে অপেক্ষা নয়, আজ থেকেই জমাট শীতের শুরু।

উত্তরবঙ্গে আজ ভোরবেলা ঘন কুয়াশার মোটা চাদরে ঢেকে যেতে পারে বিস্তীর্ণ এলাকা। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে দৃশ্যমানতা

বিপজ্জনকভাবে নেমে আসতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবাণী, কুয়াশার কারণে সড়কে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে; ভোর ও সকালের যাত্রা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। দক্ষিণবঙ্গে পরিস্থিতি খানিক আলাদা। আজ সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে হালকা কুয়াশা দেখা দিতে পারে, তবে ঘন কুয়াশার আশঙ্কা আপাতত নেই। তবু সকাল-বিকেলের হিমেল ঝাপটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবে, শীত এবার আর অতিথি নয়, গৃহস্থালি সামলাতে এসেছে। ঝঞ্ঝার দাপটে যে শীত পিছু হটেছিল, সে আজ নতুন করে থাবা বসাতে প্রস্তুত, রাজ্যজুড়ে শুরু হচ্ছে খাঁটি, ধারালো, নিরেট শীতের অধ্যায়।

সম্পাদকীয়

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের কথায় কীসের ইঙ্গিত?

দেশের নয়া সিডিএস বা চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহানের এক সতর্কতার জেরে দেশ জুড়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। সবারই কৌতুহল কোন দিকে ইঙ্গিত করলেন জেনারেল চৌহান? তাহলে আগে দেখে নেওয়া যাক, ঠিক।কী বলছেন সিডিএস চৌহান। তার কথায়, সন্ত্রাসবাদই এখন দেশের সামনে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ, এই দু'ধরনের পরিস্থিতির জন্যই ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কয়েকদিন আগে আইআইটি বম্বের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশবাসীর উদ্দ্যেশে এই বার্তা দেন দেশের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বা সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান। দেশের নিরাপত্তা নিয়ে বলতে গিয়ে বিশেষ কোনও দেশের নাম না করলেও পাকিস্তান এবং চিনকেই নিশানা করেন তিনি। জেনারেল চৌহানের বক্তব্যে উঠে আসে, ভারতের দুই প্রধান প্রতিপক্ষের কথা। একজন পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র এবং অন্যজন পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত। এই পরিস্থিতিতে কৌশলগত ভারসাম্য ভাঙতে দেওয়া যাবে না বলে জানান তিনি। বলেন, ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে স্বল্প সময়ের অত্যন্ত তীব্র সংঘর্ষের জন্য। উদাহরণ হিসেবে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মতো অভিযানের কথাও তুলেছেন। একই সঙ্গে সীমান্ত বিরোধের কারণে দীর্ঘস্থায়ী, স্থলভিত্তিক যুদ্ধের প্রস্তুতিও জরুরি বলে জানান তিনি। যদিও এমন পরিস্থিতি এড়ানোর ওপরই বারবার জোর দিয়েছেন জেনারেল। অপারেশন সিঁদুর-এর ক্ষেত্রে তাঁর দাবি, মাত্র চার দিনের ওই সংঘর্ষে একযোগে সব যুদ্ধক্ষেত্র সক্রিয় ছিল বাহিনী। দুরন্ত গতিতে অভিযান চালিয়েই ভারত ওই লড়াইয়ে সফল হয়েছিল বলেই মনে করেন চৌহান। ভবিষ্যতে এমন অভিযানের জন্য সেনা, নৌবাহিনী ও বায়ুসেনার পাশাপাশি সাইবার ও মহাকাশ শক্তির মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে বলেও মনে করেন তিনি।

শব্দছক ২৩

রবি দাস

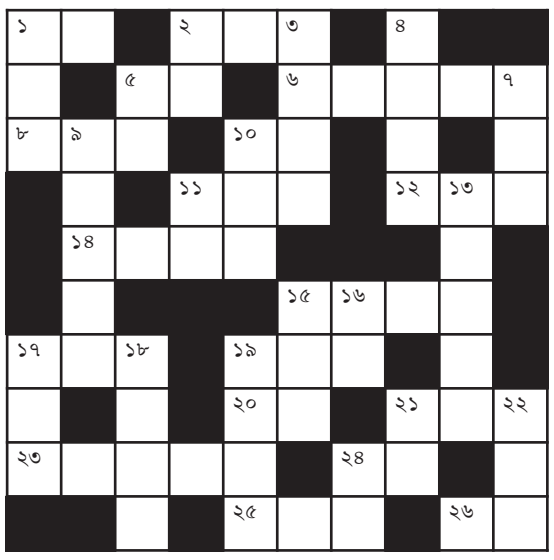

পাশাপাশি: ১. পূর্ব মেদিনীপুরে সাগর-বেলা ২. প্রতিহিংসা ৫. ভাইয়ের বৌ ৬.কাশ ফুলের কাল ৮. বলিষ্ঠ ১০. মনোবাসনা ১১. কর্মহীন ব্যক্তি ১২. ঢেউ ১৪. ব্যাসদেবের পিতা ১৫. লাঘব ১৭. নতুন ১৯. উন্মুক্তমনা ২০ বারোয় মিলে একবছর ২১. ব্যয় ২৩. লক্ষ্মীদেবী ২৪. মাছের নাম ২৫. থমকে থমকে চলা ২৬. নিহত

ওপর-নিচ: ১. দারিদ্র ২. অদ্য ৩. চাঁদ ৪. বেল-প্রজাতি ৫. বহন করার আর্থিক বিনিময় ৭. সৈন্য-সামন্ত ৯. গন্ধবণিক ১০. সার্থক ১১. পোষাক ১৩. উপবাস ১৫. আনমনা ১৬. অনাত্মীয় ১৭. নুন ১৮. শ্রীকৃষ্ণ ১৯. মহাদেব ২১. কপট ২২. আলোচিত ২৪. দুঃখ

সমাধান ২২ — পাশাপাশি: ১. অনাহূত ৪. বানপ্রস্থ ৬. রক্তজবা ৮. বাকল ৯. করী ১০. শূকর ১২. বার্তা ১৪. সারা ১৫. বীরত্ব ১৭. গাধা ১৮. ফেরার ২১. মানদন্ড ১২. পত্রপাঠ ২৩. বদনাম

ওপর-নিচ : ১. নাগরিক ৩. তরঙ্গ ৪. বাবা ৫. প্রকাশক ৭. জহুরী ৮. বাগদেবী ৯. কর্তা ১১. রবিবার ১২. বাঘ ১৩. চারা ১৪. সাধা ১৬. রণক্ষেত্র ১৭. গাজন ১৯. রাতকানা ২০. পান্ডব ২১. মাঠ

আজকের দিন

■ **১০৬৬** — উইলিয়াম দ্য কনকারর ইংল্যান্ডের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন।

■ **১৭৭৬** — জর্জ ওয়াশিংটন ডেলাওয়্যার নদী পার হন, যার ফলে ট্রেন্টনের যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

■ **১৯৪১** — অ্যাপোলো ৮ চাঁদের প্রথম মানব কক্ষপথ সম্পন্ন করে।

■ **১৯৯১** — মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন, যার ফলে এর বিলুপ্তি ঘটে।

জন্মদিন

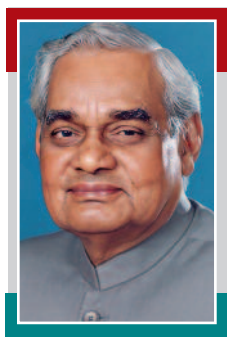

অটলবিহারী বাজপেয়ী

১৯২৪ *প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন।*

১৯৫২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও রাজনীতিবিদ দেবের জন্মদিন।*

'বড়দিন'

বিশ্বে বৃহৎ ব্যঞ্জনায় ব্যাপ্ত

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

হালকা শীতের আমেজ চলছে। যদিও হিমেল হওয়ার হদিস তেমন নেই বললেই চলে। তবুও বলা যায় শীত আর উৎসব আমাদের মনের মাঝে মিলেমিশে একাকার। মন আমাদের এই সময়ে ভীষণ আনচান করে। মানে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্যে আমরা এই সময়কেই বেছে নিই। মোটামুটি বহু স্কুল ছুটি পরে এই সময়ে। বিশেষত ডিসেম্বরে। সুতরাং মনের আভাসকে আরাম দিতে আমরা বেরিয়ে পরি। তা সে পিকনিক বা বনভোজন যায় হোক না কেনো। শীত মানে উৎসব, মেলা, পুষ্প প্রদর্শনী, সার্কাস, পাখির মেলা, বইমেলার মত বহু বিষয়ে সজ্জিত। তবে ছুটির সুবাদে নদী, পাহাড়, সাগরে যেতে চায় না এমন কেইবা আছে। নইলে কাছেই কলকাতা তো রয়েছেই। তা সে ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, তারামণ্ডল, নিকোপার্ক, ইকো পার্ক যাই হোক না কেনো। কলকাতা আমাদের ভালোবাসার শহর, আমাদের প্রাণের শহর, অন্তরের শহর, আমাদের কাছের শহর সহ আরো কত কি। আর এই শীতে আর একটি বড় উৎসব হলো বড়দিন। মানে খ্রীষ্ট উৎসব। চলুন, তবে সেই ঘরের সুলুক আবেগে পায়চারি করে আসি।

পৃথিবীতে এমন কিছু উৎসব রয়েছে যা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একেবারে মানুষের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নেয়। তেমনি একটি উৎসব হল ক্রিস্টমাস। এই উৎসবে একই দিনে একই সাথে সমস্ত ধর্ম-বর্ণ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন -- আমি বলছি ২৫ শে ডিসেম্বর বা বড়দিনের কথা। খ্রিস্ট ধর্মের মহান প্রচারক যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন ২৫ শে ডিসেম্বর। এই কারণেই এই দিনটিকে বড়দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়। কথিত আছে এই ২৫ শে ডিসেম্বর জেরুজালেমের বেথলেহেম শহরে যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই এই দিনটি পবিত্র দিন বা বড়দিন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আদি যুগীয় খ্রিস্টানদের মতে যীশু এই দিনে মাতা মেরীর গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন বলে এই দিনটিকে বড়দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়। তবে মতপার্থক্য যাই থাকুক না কেন সারা পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখি এই দিনটিকেই ছুটির দিন হিসাবে ঘোষিত করা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ২৫ শে ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিন কে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। যেমন ক্যাথলিক দেশগুলোতে ২৫ শে ডিসেম্বরের আগের দিন ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের হয়। আবার অন্যান্য দেশে সান্তা ক্লজ সেজে ধর্মীয় শোভাযাত্রা দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন দেশে পরস্পরের মধ্যে এই দিনটিকে কেন্দ্র করে উপহার বিনিময়ের প্রথাও আছে। কোথাও আবার ভুরিভোজের ব্যবস্থা ও দেখতে পাওয়া যায়।আমাদের দেশে বিশেষত পশ্চিমবাংলায় এই দিনটিকে আমরা উদযাপন করি গির্জায় আলোয় সাজিয়ে, রাস্তাঘাট সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে। গির্জায় প্রভু যীশুর জীবন কথা তুলে ধরা হয় পুতুল, মডেল সহ একাধিক মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে সান্তা ক্লজ সেজে ছোট বাচ্চাদের বিভিন্ন রকম গিফট,চকলেট ইত্যাদি দেওয়ারও প্রচলনও দেখা যায় এখানে। একই সাথে ছোটদের কেক, ক্রিসমাস ট্রী,লাল ড্রেস, টুপি, বেল্ট এর মত বিভিন্ন সামগ্রীর বিষয়ের বায়না মেটান বড়রা। খ্রিস্টানরা এই সময়ে অর্থাৎ এই দিনে গির্জায় এসে যিশুখ্রিস্টের জন্য প্রার্থনা করেন। এই দিনের আরেকটি বিশেষত্ব হলো কেক কাটা। সারা পৃথিবীতেই প্রায় এই কেক কাটার রেওয়াজ রয়েছে। বিশেষত এই দিনটিকে কেন্দ্র করে বাজারে অনেক রকম কেক দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ে তাই কোথাও কোথাও কেক উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে দেখা যায় সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামও। এমন অনেক বাড়ি আছে যেখানে কেক তৈরি করা হয়। এমনকি বাড়ি বাড়ি কেক বিতরণের রেওয়াজও দেখা যায়। তবে এগুলি একটু প্রাচীন ভাবধারা হলেও এখনো একেবারে বিলুপ্তি হয়ে যায়নি।

বড়দিন এক বিশেষ ধর্মের মানুষের উৎসব হলেও আজ তা হয়ে উঠেছে আপামর বিশ্বের। না,শুধু খ্রিস্টানদের অনুষ্ঠান হিসেবে এই বড়দিন থেমে থাকেনি। হয়ে উঠেছে তার সকল বিশ্ববাসীর উদারতা, মানবতা, ভালোবাসা,প্রেম তথা মানবিকতার উৎসব। আজকের দিনে এই হিংসার জগতে প্রেম, উদারতা, ক্ষমা, ভালোবাসা, মানবতার একান্ত দরকার। সেই হিসাবে বড়দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা দেখেছি যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে অর্থাৎ নিজের জীবনকে উৎসর্গ যেভাবে সকলের সুখ শান্তি কামনা করেছিলেন মানবতা উদারতা ও প্রেমের ধারাকে অব্যাহত রাখতে। বড়দিন পালনের মধ্য দিয়ে আমরা সেই মহতী ভাবনাকে উদযাপন হয়ে থাকে।

এই হলো বড়দিন। বড় আবেগের, বড় ভাবনা, বড় ব্যঞ্জনার দিন। যীশু দেখিয়েছিলেন কিভাবে আমাদের জীবনে ক্ষমা, উদারতা, ভালোবাসা, মৈত্রী, প্রেম - ভালোবাসায় সমৃদ্ধ করা যায়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যা একান্ত আবশ্যক। আমি হিন্দু। আমি আমার ধর্মে বিশ্বাসী। আমি মনে করি আমার ধর্ম, আমার উৎসব সর্বশ্রেষ্ঠ। তবু আমি আমার উৎসব বিশেষত দুর্গোৎসব ছেড়ে আরেক বৃহৎ ও মহৎ উৎসব হিসাবে বড়দিনকে বেছে নিতে পারি অন্তর থেকে। একটা স্বতস্ফূর্ত আবেগ দেখা যায় এই বড়দিনে। মনে করি, বড় ভাবনায় সারা বিশ্বে এই উৎসব পালিত হয় অনেক অনেক আন্তরিকতায়।

মুদ্রণ জগতের বিস্ময় মানবী বড়দিনের পুণ্যলগ্নে ইয়োলিদ বৌহোম ও তাঁর শৈল্পিক বাইবেলের উপাখ্যান

শুভজিৎ বসাক

বড়দিনের এই উৎসবমুখর আবহে যখন চারদিকে যীশুর আগমনি বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে, তখন ইতিহাসের ধুলোমাখা পাতা থেকে উঠে আসে এক অদম্য নারীর উপাখ্যান, যিনি ষোড়শ শতকের রক্ষণশীল সমাজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পবিত্র বাইবেলের প্রথম নারী প্রকাশক হিসেবে নিজের নাম খোদাই করেছিলেন। ৫০০ বছর আগে প্যারিসের রাজপথে যখন মেয়েদের স্বাধীন ব্যবসার অধিকার ছিল অলীক কল্পনা, ঠিক সেই সময় নিজের মেধা আর সাহসের জোরে মুদ্রণ শিল্পের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেছিলেন ইয়োলিদ বৌহোম।

১৫৩০ সালে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া ইয়োলিদ তাঁর স্বামী থিয়েলম্যান কার্ভারের মৃত্যুর পর ১৫২২ সাল থেকে নিজেই মুদ্রণ ব্যবসার হাল ধরেন। মজার ব্যাপার হলো, ইয়োলিদ কেবল একজন ব্যবসায়ী ছিলেন না; তিনি ছিলেন রুচিশীলতার এক অনন্য প্রতীক। তাঁর প্রকাশিত বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের অলঙ্করণ এবং প্রচ্ছদ আজও সংগ্রাহকদের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৫২৩ থেকে ১৫৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫ বছরের কর্মজীবনে তিনি প্রায় ২০০-র বেশি শিরোনামের বই প্রকাশ করেছিলেন। বড়দিনের এই সময়ে যখন আমরা ধর্মের নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করি, তখন ইয়োলিদের সংগ্রাম আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ধর্মগ্রন্থ প্রচারের নেপথ্যে একজন নারীর লড়াই কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ইয়োলিদ কেবল বাইবেল ছাপেননি, তিনি সেই সময়ের প্রচলিত ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষার জটিল পাঠ্যপুস্তকগুলোকেও সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্যারিসের বিখ্যাত সেন্ট জ্যাকস স্ট্রিটে তাঁর ছাপাখানাটি ছিল জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। ইতিহাসের অদ্ভুত পরিহাস হলো, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা নারীর নাম প্রকাশ্যে কুণ্ঠাবোধ করত বলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বইতে তাঁর নাম 'উইডো অফ থিয়েলম্যান কারভার' বা কারভারের বিধবা হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু তাঁর কাজের মান আর শৈলী তাকে আড়াল করে রাখতে পারেনি। ১৫২৭ সালে তিনি যখন বাইবেলের একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেন, তখন তাঁর মুদ্রণশৈলী দেখে ইউরোপের বড় বড় প্রকাশকরাও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত সেই বিরল 'বুক অফ আওয়ার্স' বা প্রার্থনার বইগুলোতে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও লাল-কালো কালির অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যেত, তা বর্তমান যুগের আধুনিক প্রযুক্তিতেও বিস্ময় জাগায়। এই বইটির অলঙ্করণ ছিল দেখার মতো; প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রথম অক্ষরটি স্টাইলিস্টিক গথিক ছাঁচে টকটকে লাল রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হতো, যা ছিল তাঁর সিগনেচার স্টাইল। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের পাতাজোড়া ছবির সাম্রাজ্য ছিল এক সুপরিকল্পিত শিল্পকলা, যা পাঠকদের কেবল পাঠেই নয়, এক অপার্থিব সৌন্দর্যের জগতে নিয়ে যেত।

ইয়োলিদের মুদ্রণ কৌশলের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল তাঁর ট্রেডমার্ক হিসেবে ব্যবহৃত 'ইউনিকর্ন' লোগোটি, যা বিশুদ্ধতা ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে তাঁর প্রতিটি গ্রন্থের পাতায় এক অনন্য নান্দনিকতা যোগ করত। তাঁর ছাপাখানায় তিনি অদ্ভুত মুন্সিয়ানায় কাঠ খোদাই করা ব্লক বা উডকাট ব্যবহার করতেন, যার সূক্ষ্মতা আজও গবেষকদের অবাক করে। ১৫৩৯ সালে তিনি সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৮টি শিরোনাম প্রকাশ করেছিলেন, যার অর্থ প্রতি দুই মাসে প্রায় তিনটি বই! ইয়োলিদ বৌহোমের প্রকাশনা থেকে বের হওয়া বইগুলোতে ব্যবহৃত 'গথিক টাইপফেস' এবং লাল কালির বর্ডারের ব্যবহার প্যারিসের সেই সময়ের শিল্পসংস্কৃতির এক অনন্য দলিল। এমনকি রোমান ক্যাথলিক চার্চের জন্য তিনি যে বিশেষ 'মিসাল' প্রকাশ করেছিলেন, তাতে যীশুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্রায়ণ এতটাই জীবন্ত ছিল যে তা সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বরভক্তির নতুন এক দুয়ার খুলে দিয়েছিল।

ইয়োলিদ বৌহোম কেবল একজন মুদ্রাকর ছিলেন না, তিনি ছিলেন নারী স্বাধীনতার এক নীরব অগ্রদূত যিনি পবিত্র বড়দিনের বাণীর মতোই অন্ধকার সমাজে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজকের এই বড়দিনের আবহে যখন আমরা নতুন করে জীবনকে যাপন করার শপথ নিই, তখন ইয়োলিদের মতো এক অসম সাহসী নারীর জীবনগাথা আমাদের শেখায় যে বাধা আসবেই, কিন্তু সততা আর কর্মনিষ্ঠা থাকলে ইতিহাসের পাতায় নিজের স্বাক্ষর রাখা সম্ভব। তাই এই বড়দিনে যীশুর জন্মের আনন্দের পাশাপাশি আমরা স্মরণ করতে পারি সেই নারীকে, যার হাত ধরে কয়েকশ বছর আগে ইউরোপের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল পবিত্র বাইবেলের উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলো।

বড়দিন খ্রিস্টানদের সঙ্গে হিন্দুদের শ্রদ্ধার দিন

প্রদীপ মারিক

হিন্দু দর্শনের আস্তিক শাখা হল বেদান্ত। বেদান্ত দর্শনের মূল ভিত্তি উপনিষদ। 'বেদান্ত' শব্দটির অর্থ 'বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ'। অন্য ভাবে বলতে গেলে বেদের সর্বশেষ সিদ্ধান্তই বেদান্ত। প্রথমে বেদান্ত বলতে শুধু উপনিষদকে বোঝাত। পরবর্তীতে ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র বৈদান্তিক ধর্মগ্রন্থের স্বীকৃতি পায়। যদিও কোন নির্দিষ্ট একটি গ্রন্থ বেদান্ত দর্শনের উৎস নয়। সমস্ত বেদান্ত দর্শনের উপস্থাপন। শৈব সাধনা, শাক্ত সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, বেদান্ত সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়েছিল খ্রিস্টানরা কেমন করে ঈশ্বর সাধনা করেন তা জানার জন্য। শম্ভুচরণ মল্লিকের মুখে বাইবেল পাঠ শুনে, খ্রিস্টমতে সাধনা করে সত্য উপলব্ধির ইচ্ছে হয় পরমহংসদেবের। তিনি মা কালীর সাধনাও সমান ভাবে করে গিয়েছেন। প্রভু যীশুর দিব্যদর্শনও লাভ করেছিলেন তিনি। তাঁর ঘরে হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে যীশুর একটি ছবি ছিল, সেটিতে তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ধূপারতি করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্শ্বজ শিষ্যদের একটি দল হুগলির আঁটপুরে বাবুরাম মহারাজ অর্থাৎ স্বামী প্রেমানন্দের পৈতৃক বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর স্বামী বিবেকানন্দ যীশুর পবিত্র চরিত্রের আলোচনা করতে করতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করছিলেন। ওই দিন ধুনুচি জ্বেলে তাঁরা পবিত্র অগ্নির সামনে সংসার ত্যাগ করে সন্যাসী হওয়ার শপথ গ্রহণ করেন। যখন পাপ ও অত্যাচারে ভরে উঠেছিল, তখন যীশু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। যীশু ছিলেন অত্যাচারী মানব জাতির ত্রাতা। তিনি মানবতা ও শান্তির বার্তা দিতে শুরু করেন।

বেথলেহেমে যীশুর জন্ম। মা মেরি এবং বাবা জোসেফ। এই সময়ের গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার তখন ছিল না, বাইবেলেও সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই যীশুর জন্মের দিন। রোমের প্রথম খ্রিস্টান রাজা কনস্ট্যানটাইন এই দিনটি যীশুর জন্মদিন হিসেবে পালন করার প্রথম নির্দেশ দেন। কয়েক বছর পরে পোপ জুলিয়াস মেনে নেন কনস্ট্যানটাইনের বিধান। সেই থেকে ২৪ ডিসেম্বর ক্রিসমাস ইভ, ২৫ ডিসেম্বর ক্রিসমাস। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে করা হয় ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য। মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য এবং পাপমুক্ত করার জন্য। বিশ্বজুড়ে ক্রিসমাসের এই দিনটি একইসঙ্গে ধর্মীয় ছুটি এবং বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করা হয়। অন্য ধর্মের লোকেরা এই দিনটি উদযাপন করেন। বলা হয়ে থাকে যিশুর জন্মের বহু আগে মূলত ঠান্ডার সময় রাত দীর্ঘ হওয়ার কারণে মানুষ আলোর জন্য উৎসুক হয়ে থাকত। সাধারণ বিশ্বাস যে খ্রিষ্টধর্মের প্রথমদিকের বছরগুলিতে ক্রিসমাস নয়, ইস্টার ছিল প্রধান ছুটির দিন। পরে চতুর্থ শতাব্দীর সময় গির্জার আধিকারিকরা সিদ্ধান্ত নেন শীতকালীন উৎসব এর পাশাপাশি যীশুর জন্মকে একটি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তখন থেকে তিনটি এই ২৫ ডিসেম্বর পালিত হয়ে আসছে।

খ্রিস্টানদের মতে, যিশু আসলে বোঝাতে চেয়েছেন এই পৃথিবীতে তিনি যে কাজ করতে এসেছেন, সেই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার কথা বলেছেন যীশু। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা রাখতে হবে। হিন্দুধর্মই পারে সর্ব ধর্মকে আপন করতে। যীশুর জন্মদিন তাই খ্রিষ্টানদের সঙ্গে হিন্দুরাও যীশুর প্রতি পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

বেথলেহেমে যীশুর জন্ম। মা মেরি এবং বাবা জোসেফ। এই সময়ের গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার তখন ছিল না, বাইবেলেও সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই যীশুর জন্মের দিন। রোমের প্রথম খ্রিস্টান রাজা কনস্ট্যানটাইন এই দিনটি যীশুর জন্মদিন হিসেবে পালন করার প্রথম নির্দেশ দেন। কয়েক বছর পরে পোপ জুলিয়াস মেনে নেন কনস্ট্যানটাইনের বিধান। সেই থেকে ২৪ ডিসেম্বর ক্রিসমাস ইভ, ২৫ ডিসেম্বর ক্রিসমাস। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে করা হয় ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য। মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য এবং পাপমুক্ত করার জন্য। বিশ্বজুড়ে ক্রিসমাসের এই দিনটি একইসঙ্গে ধর্মীয় ছুটি এবং বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করা হয়।

বড়দিনের উৎসব

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

বড়দিন আসার আগেই ঘর গুলোয় কলি ফেরানো হতো। জানলায় রং করা হতো। দোকানগুলো নতুন শিকলি দিয়ে সাজানো হতো। সমস্ত পথঘাট চকচকে হয়ে উঠত। যেন মনে হত জল ঢেলে সব পরিষ্কার করানো হয়েছে। ২৪ শে ডিসেম্বরের রাতে গড় থেকে তোপধ্বনি হতো। বেজে উঠতো জাহাজের ভেঁপু। খ্রীষ্টমাস এলে ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানরা গীর্জায় গীর্জায় প্রার্থনা করতেন।ক্যারল সংগীত গাইতেন। এই উপাসনায় হিন্দুরাও যোগ দিতেন। এরপরেই শুরু হয়ে যেত আসল উৎসব বা পঁচিশে ডিসেম্বরের উৎসব। পুরনো কলকাতার বাবু সমাজ বড়দিন কাটাতেন পিপে পিপে মদ খেয়ে। তবে ২৫শে ডিসেম্বরের মূল অনুষ্ঠান হত বড়লাট সাহেবের প্রাসাদে। সেখানে শহরের সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকেরা আসতেন। নাচ - গান হত। আনন্দ উৎসব হত। দেদার খাওয়া দাওয়া এবং মদ্যপান চলত। তবে বড়দিনের উৎসবে কেক ও সান্তা ক্রুজ ছিল অনিবার্য। প্রভু যীশুর শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা এবং সহানুভূতিতে সমস্ত শহর যেন মালিন্য থেকে পূর্ণতা পেত। ২৫ ডিসেম্বরে হিন্দুরা হক মার্কেট থেকে কেক, কমলালেবু কিনে এনে আত্মীয় স্বজন সকলেই দিতেন। ছেলে মেয়েদের খাওয়াতো। তারাও হুল্লোড় করতো। ২৫ ডিসেম্বর হয়ে উঠতো সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের উৎসব। তাতে মিশে থাকতো এক অনাবিল আনন্দ এবং প্রভু যীশু র আশীর্বাদ। যা ২৫ শে ডিসেম্বরকে পরিনত করে তুলতো এক চিরন্তন উৎসবে।

চর্চাসার ৩

তামিল কবি চিন্নাস্বামী সুব্রহ্মণ্য ওরফে সুব্রহ্মণ্য ভারতী জন্মেছিলেন ১৮৮২ সালের ১১ ডিসেম্বর। তাঁর পরিচিতি 'মহাকবি ভারতী' হিসাবে। ২০২৩ থেকে দিনটি ভারতীয় ভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর রচনা দেশাত্মবোধক ছিল। গীতার অনুবাদ করেছিলেন তামিলে। বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতাকে গুরু মনে করতেন।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অন্ডালে শিশুর ওপর পাশবিক অত্যাচার, আটক গৃহশিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: এক নির্মম পাষন্ড গৃহ শিক্ষকের অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে রইল অন্ডালের বনবহাল ফাঁড়ির জামবাদের বেনেডি গ্রাম। এক গৃহশিক্ষকের নির্মমতার শিকার হল ৭ বছরের একটি ছোট্ট শিশু। সেই নির্মম হিংস্রতার ছবি ভাইরাল হতেই গা ঢাকা দিয়েছে ওই গৃহশিক্ষক। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ‘একদিন সংবাদ পত্রিকা’। জানা গিয়েছে, জামবাদ বেনেডি গ্রামের বাসিন্দা রবি মাঝির পুত্র চন্দন মাঝি বয়স আনুমানিক (৭) এল.কে.জি শ্রেণিতে পড়ে। জামুড়িয়া থানার পরাসিয়া গ্রামের বাসিন্দা নিরজ বার্নওয়াল গত দেড় মাস ধরে চন্দনকে পড়াতেন। অন্যান্য দিনের মতো গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার চন্দনকে পড়াতে

আসেন ওই গৃহশিক্ষক। পড়া না পারায় এরপর শুরু হয় এক রত্তি শিশুর উপর পাশবিক অত্যাচার। শিশুটিকে অমানুষের মতো মারধর করতে থাকে ওই পাষন্ড নির্লজ্জ গৃহশিক্ষক। তবে সেদিন প্রথম নয়, এর আগেও এরকম মারধর করতেন ওই গৃহশিক্ষক বলে অভিযোগ তার কাছেই পড়া এক ছাত্র। বিষয়টি ভিডিও রেকর্ডিং করা হয় লুকিয়ে, যাতে গতকালের মারধরের পুরো বিষয়টি রেকর্ডিং হয়ে যায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই গা ঢাকা দেয় গৃহশিক্ষক। যে ছাত্র এই ভিডিওটি রেকর্ডিং করেছিল তাকেও হুমকি দেয় ওই পাষন্ড গৃহশিক্ষক বলে জানান রবি মাঝি নামের ওই অভিভাবক। চন্দনের বাবা রবিবাবু আরও জানিয়েছেন, গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে অন্ডাল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ, পেয়েই অন্ডাল থানার পুলিশ ওই গৃহ শিক্ষককে আটক করেছে। ওই গৃহশিক্ষকের উপযুক্ত শাস্তির দাবী করেন।

স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে পাঠদানের শুভ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম ইস্কুলের মতোই এবার সরকারি বাংলা স্কুলেও শুরু হলো স্মার্ট ক্লাস। পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদরা জুনিয়র হাই স্কুলে অত্যাধুনিক মানের ক্লাসরুমের উদ্বোধন হাওয়ায় খুশি স্কুলের পড়ুয়া থেকে অভিভাবকরা।বর্তমানে পড়ুয়ারা মোবাইলের প্রতি আসক্ত।বেশিরভাগই পড়ারশোনার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে জেলায়। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বহু স্কুল। সরকারি স্কুল গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা কমতে থাকছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে এই সরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এই অভিনব উদ্যোগ নেয়া হয় নাদরা জুনিয়ার হাই স্কুলের শিক্ষকদের উদ্যোগে। এরপর থেকে স্কুলের ক্লাসরুমে চলবে স্মার্টবোর্ডে পাঠদান। এলইডি স্ক্রিনে ফুটে উঠবে নানান বিষয় ডিজিটাল মাধ্যমে পড়ুয়াদের চোখের সামনে রঙিন স্ক্রিনে। নাদরা জুনিয়র হাই স্কুলের সহ শিক্ষক জানান পড়ুয়াদের সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হবে এই ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলমুখী করার উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষাকে আরো উন্নত আধুনিক করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ।এই উদ্যোগে শামিল হয়েছেন এলাকার মানুষজন থেকে শুরু করে স্কুলের পড়ুয়ারা।স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। এখন পড়ুয়াদের মধ্যে খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

আর এই স্মার্টবোর্ডের সম্পূর্ণ খরচা কোন সরকারি অনুদান থেকে নয় সম্পূর্ণটা ব্যক্তিগতভাবে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে এলাকার বেশকিছু মানুষজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুলে এই স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় এখন থেকে পড়ুয়ারা শুধুমাত্র বোর্ডে বা বই দেখেই নয় অডিও ভিসুয়াল এর মাধ্যমে পাঠ্যক্রম পড়তে পারবে। যা তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে আরো সহজ ও উন্নত আকর্ষণীয় করে তুলবে। এদিন স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে পাঠদানের শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ডিআই পূর্ব বর্ধমান, বি ডিও ২নং ব্লক, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সহ অন্যান্য অধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবক অভিভাবিকারা।

ক্রীড়া দিবস উদযাপনে ক্রিকেটার অরুণ লাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বর্ণাঢ্য বার্ষিক ক্রীড়া দিবস উদযাপন। অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দুর্গাপুরের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পালিত হল বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া দিবস। এদিন প্রায় দেড় হাজার পড়ুয়ার

অংশগ্রহণে বিভিন্ন ক্রীড়া ও শারীরিক দক্ষতাভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার অরুণ লাল। বক্তব্যে তিনি খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। চারটি হাউসের শিক্ষার্থীরা মার্চপাস্ট, যোগব্যায়াম, ফিটনেস ড্রিল ও মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে। অভিভাবকদের উপস্থিতিতে গোটা অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

কর্মবিরতি অব্যাহত দুর্গাপুর পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দু'দিনে পড়লো কর্মবিরতি। পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের, দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে বিক্ষোভ অব্যহত। বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে কর্মবিরতিতে সামিল হলেন দুর্গাপুরের পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা। বুধবার দুপুর ১টায় কাজ বন্ধ রেখে দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন রাজ্য পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের সদস্যরা। তাঁরা সিটি সেন্টার এলাকায় একটি মিছিল করেন। এর জেরে পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জানা যায়, দুর্গাপুর নগর নিগম এলাকায় মোট প্রায় ১৫০ জন পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কর্মরত রয়েছেন। এদিন সকাল থেকে সকলেই কর্মবিরতিতে অংশ নেন। তাঁদের মূল দাবি দীর্ঘদিন ধরে বেতন বৃদ্ধি না হওয়া এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা। বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক কেকা পাল। তিনি বলেন, ‘আমাদের দাবি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছি, কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। দাবি না মানা হলে আমরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করব না। সারা রাজ্যের পাশাপাশি দুর্গাপুরেও এই আন্দোলন চলবে।’

বিশ্ব জাগ্রতি মিশন সমিতির শীত বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের গুডসেট রোডে বুধবার বিশ্ব জাগ্রতি মিশন সমিতির পক্ষ থেকে বারোশো গরীব দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। বিশ্ব জাগ্রতি মিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি করা হয় ২০ থেকে ২২ বছর ধরে তাঁরা এই বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠান করে আসছেন। এদিনের এই শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামাণিক, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী মহেন্দ্র সিং সালুজা, বিশ্ব জাগ্রতি মিশনের সভাপতি রাজেশ সাউ-সহ বিশিষ্ট জনেরা। বুধবার তারা ১২০০ জনের হাতে শীতবস্ত তুলে দেওয়া হয়।

মানবিক কাজের মধ্য দিয়েই বড়দিন পালন আরামবাগ এসডিএ চার্চের

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: ২৪ ডিসেম্বর থেকেই মানবিক কাজের মধ্য দিয়ে আরামবাগ এসডিএ চার্চের প্রভু যিশু খ্রিস্টের আরাধনা শুরু করে। এদিন রক্তদান শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির হয় আজাদ পল্লির আরামবাগ এসডিএ চার্চের।

বড়দিনকে সামনে রেখে সেজে উঠেছে আরামবাগের আজাদ পল্লির এসডিএ চার্চ। প্রভু যিশুর আদর্শেই মানবিক কাজে নামে আরামবাগ এসডিএ চার্চ। প্রায় ৫০ জনের মতো রক্তদাতা রক্তদান করেন। পাশাপাশি এলাকার দুঃস্থ মানুষেরা বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করান। এই চার্চের পক্ষ থেকে স্মরণ করা হয় প্রভু যিশুর আত্মত্যাগকে। উল্লেখ্য, রোমান শাসকের আদেশে যিশু খ্রিস্টকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সময় তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কাঁটার মুকুট। এরপর পেরেক দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যিশুখ্রিস্টকে। তা সত্ত্বেও তিনি পৃথিবীবাসীর কল্যাণ কামনা করেন।

প্রসঙ্গত, এসডিএ চার্চে সকালে প্রার্থনা ও বিশেষ প্রসাদ প্রভু যিশুখ্রিস্টকে প্রদান করা হয়। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এসডিএ চার্চ কর্তৃপক্ষ। চার্চের এক সদস্যা বলেন, ‘প্রভুর আর্দশকে তুলে ধরতে এবং বিপদের সময় পাশে থাকতে রক্তদান করলাম। কারণ প্রভু আমাদের এই কাজ দিয়েছেন।’ আরামবাগের আজাদ পল্লির এসডিএ চার্চের ফাদার মানস কুমার দাস বলেন, ‘চার্চে সকাল থেকেই প্রভু যিশু খ্রিস্টের প্রার্থনা করা হয়। তারপর চার্চের সদস্যরা সেবামূলক কাজ করেন। আবারও সন্ধ্যায় প্রার্থনা হবে। সারাদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। বড়দিন প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হবে। রাতে বিশেষ প্রার্থনা হবে। সকল মানুষের কল্যান কামনায় আরামবাগ এসডিএ চার্চ কাজ করে সারা বছর।’ সবমিলিয়ে আরামবাগের এসডিএ চার্চে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২৪ শে ডিসেম্বর থেকে মানব কল্যাণকর কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ আশা কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা ব্লকে ১৫০ জনেরও বেশি আশা কর্মী রয়েছেন। যারা করোনা অতিমারির সময়েও পরিষেবা দিয়েছিলেন। সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সরকারি ক্যাম্প। সব জায়গায় তারা পরিষেবা দিয়ে আসছেন। কিন্তু যে বেতনে তাদের কাজ করানো হয়। সেই বেতনে তাদের সংসার চলে না। তাই ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বেতনের দাবি-সহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধার দাবিতে ২৩ ডিসেম্বর থেকে কর্ম বিরতির ডাক দিয়েছেন কাঁকসা ব্লকের আশা কর্মীরা। বুধবার প্ল্যাকার্ড, পোস্টার হাতে নিয়ে প্রথমে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখান আশা কর্মীরা। সেখান থেকে মিছিল করে হাসপাতালের গেটের বাইরে পানাগড় মোড় গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাস্তার উপর বসে বিক্ষোভ দেখায় শতাধিক আশা কর্মী। বিক্ষোভের জেরে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ার পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের আশ্বাস দিলে। পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠিয়ে নেন বিক্ষোভকারীরা। আশা কর্মী অনিমা গুহ জানিয়েছেন, করোনা হোক বা যে কোনও সময়। তাদের সব কাজে ব্যবহার করা হয়। কখনো তারা কাজ বন্ধ করেন না। কিন্তু যে বেতনে তাদেরকে কাজ করানো হয়। সেই বেতনে তাদের সংসার চলে না। কোনো ইনসেন্টিভ পাচ্ছেন না। যতদিন না প্রশাসন তাদের দাবি পূরণ করছে ততদিন তাদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

শ্রীরামপুরে পকসো মামলায় বেকসুর খালাস অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: টানা চার বছর জেলে বন্দি থাকার পরে পকসো মামলায় বেকসুর খালাস পেলেন অভিযুক্ত। মঙ্গলবার শ্রীরামপুর আদালতের অতিরিক্ত প্রথম দায়রা বিচারক রত্না রায় অভিযুক্ত পিন্টু মজুমদারকে পকসো মামলায় বেকসুর খালাস দেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১-এ এক মহিলা উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন, তাঁর ছ'বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ তদন্তে নেমে পিন্টুকে গ্রেপ্তার করে। তারপর থেকেই তিনি জেলবন্দি ছিলেন। এ বিষয়ে পিন্টুর আইনজীবী অশোক সেন বলেন, ‘অভিযোগকারিণী স্বামী-পরিত্যক্তা। টোটো চালক পিন্টুর সঙ্গে ওঁর প্রেমের সম্পর্ক হয়। কিন্তু পিন্টু নিজে বিবাহিত ছিলেন। সেই কারণে, পিন্টু তাঁকে বিয়ে করতে চাননি। সেই আক্রোশেই অভিযোগকারিণী তাঁর শিশুকন্যাকে হাতিয়ার করে পিন্টুর নামে যৌন নির্যাতনের মিথ্যে মামলা দায়ের করেন। মামলায় বেশ কয়েকজন সাক্ষ্য দেন। শুনানির পরে বিচারক পিন্টুকে নির্দোষ ঘোষণা করে বেকসুর খালাস দেন। এই রায়ে আইন-আদালতের উপরে মানুষের ভরসা বাড়বে।’

বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা
কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি

বাঁশবেড়িয়া পৌরসভায় এক বছরের জন্য সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক একজন অস্থায়ী স্বাস্থ্য-আধিকারিক (Health Officer) পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে-

পদঃ স্বাস্থ্য-আধিকারিক (Health Officer) (শূন্যপদ ১টি)

স্থায়িত্বঃ ১ বছরের জন্য অস্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।

বয়সঃ ০১.০১.২০২৫ তারিখ অনুসারে অনুর্দ্ধ ৬২ বসর বয়স্ক প্রার্থীরা আবেদনের যোগ্য।

যোগ্যতাঃ Indian Medical Act-1956 Schedule 1st or 2nd Schedule or Part 2 of the 3rd Schedule অনুসারে যোগ্য মেডিক্যাল ডিগ্রী ও রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত, তৎসহ ন্যূনতম ২ বছর চিকিৎসার অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন প্রার্থীরা আবেদনের যোগ্য।

পারিশ্রমিকঃ মাসিক ৬২,০০০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতিঃ ১০ দিনের মধ্যে জীবনপঞ্জী জমা দিতে হবে। বাঁশবেড়িয়া পৌরসভায় সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হবে।

নিম্নলিখিত website-এ

www.bansberiamunicipality.org

স্বা/- তাপস কুমার মুখার্জী, পৌরপ্রধান
বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা
রুদ্র মেনরোড, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস :
সাবিত্রি টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট -৪ এর সংযোজনী
দখল নোটিশ (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)
(স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

উল্লিখিত **২৩.১২.২০২৫** তারিখে প্রকাশিত বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড কলকাতা সংস্করণ এবং একদিন পত্রিকায় অনুচ্ছেদ নং ৩ অধীনে **নিম্নস্বাক্ষরকারী স্বত্ব দখল করেছেন পড়তে হবে’** এবং স্তম্ভ নং ৩ অধীনে ‘**দখলের তারিখ পড়তে হবে স্বত্ব দখলীকৃত**’।
উল্লিখিত ব্যতীত, অন্যান্য সকল বিস্তারিত দখল নোটিশের অপরিবর্তিত থাকবে।

তারিখ : ২৫/১২/২০২৫, স্থান : হাওড়া   অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **“যেখানে যেমন অছে”, “যেখানে যা আছে”, এবং “যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে”** ৩০.০১.২০২৬ অনুযায়ী, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : বিশ্বজিৎ লস্কর,** পিতা বিজয় কৃষ্ণ লস্কর, গ্রাম- নবপুকুরিয়া,পো বাদকুল্লা, তাহেরপুর, নদিয়া, পিন - ৭৪১১২১। **খ) কৃষ্ণনগর মেন ব্রাঞ্চ।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন, **বিশ্বজিৎ লস্কর এর নামে** অবস্থিত মৌজা : ৪১, নবপুকুরিয়া, নদিয়া, বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে দলিল নং ২৯০০ তারিখ ১৩.০৫.২০০৮, খতিয়ান নং সিএস ৬, আরএস ১৫১, এলআর ১৩২ এবং ৩৮৩, প্লট নং ১১৯, শ্রেণি -ভিটা এবং এরিয়া ০.০৬ একর। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রোড। দক্ষিণে : প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস। পূর্বে : নান্টু দাস এবং অন্যান্য। পশ্চিমে : পরশুরাম বিশ্বাস।	**৩৪,৫৮,১১০.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লাখ আটান্ন হাজার একশ দশ টাকা) **(বিবি ১০,৪২,৩৬৩.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই = ২৪,১৫,৭৪৭.০০ টাক) ২৩.১২.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৮,১০,০০০.০০ টাকা (*)** (আট লাখ দশ হাজার টাকা) **খ) ৮১,০০০.০০ টাকা** (একাশি হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB10634633916** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স দত্ত এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী উদয় দত্ত,** গ্রাম : জারুর, পো জারুর রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪২২৩৫। **ঋণগ্রহীতা : শ্রী উদয় দত্ত,** গ্রাম : জারুর, পো জারুর রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪২২৩৫। **সহ-ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী নিমাই চন্দ্র দত্ত,** গ্রাম : জারুর, পো জারুর রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪২২৩৫। **খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ মৌজা : জারুর, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১০৭, দাগ নং এলআর ১৪৯২, জমির এরিয়া-২.৫০ ডেসিমেল, বরালা, পো : বরালা এবং থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি-ভিটা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল -৫২২৭ তারিখ ১৩.১১.১৯৯৫, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-জঙ্গিপুর, **সম্পত্তি শ্রী নিমাই চন্দ্র দত্ত এর নামে, পিতা প্রয়াত বামাপদ দত্ত। চৌহদ্দি :** উত্তরে : রাধাশ্যাম দত্ত এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : কৃপাসিন্ধু দত্ত এর সম্পত্তি। পূর্বে : লাল্টু দত্ত এর চৌহদ্দি পাঁচিল। পশ্চিমে : মেন মেটালড রোড।	**৪৭,৭৭,৪৩১.০০ টাকা** (সাতচল্লিশ লাখ সাতাত্তর হাজার চারশ একত্রিশ টাকা) **২২.১২.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৩১,৫৯,০০০.০০ টাকা (*)** (একত্রিশ লাখ উনষাট হাজার টাকা) **খ) ৩,১৫,৯০০.০০ টাকা** (তিন লাখ পনের হাজার নশো টাকা) **গ) ২০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30213395652** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০১.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৩.১২.২০২৫, স্থান : বহরমপুর   অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩
ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	ঋণগ্রহীতা(গণ): ক) বিক্রম রোনাল্ড জোনাথান জোনস, খ) গীতা জোনস, গ) ওয়াল্টার জেরম জোনস উভয়ের ঠিকানা : প্রেমিসেস নং ২০সি, পরমহংস দেব রোড, থানা : আলিপুর, ওয়ার্ড নং ৮২, কলকাতা-৭০০০২৭। টার্ম লোন, এডুকেশন লোন এ/সি নং : ৩৫৩৬২১৪২৮৭৫	**তপশিল সি (অংশ -১)।** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৫৭, পৃষ্ঠা ৩৭০ থেকে ৩৭৯, দলিল নং ১২৯৯৩-১৯৮৭ সালের,সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **(অংশ-২) উল্লিখিত প্রথম তপশিল অনুযায়ী-** **স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি গীতা জোনস এবং শ্রী ওয়াল্টার জেরম জোনস।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা পুরানো ভবন অবস্থিত জমির পরিমাপ ২ কাঠা ১১ ছটাক কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২০সি, পরমহংস দেব রোড, কলকাতা- ৭০০০২৭, ডিভিশন দক্ষিণ ওয়ার্ড নং ৮২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা আলিপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে প্রেমিসেস নং ২০বি, এবং অংশত ২০এ, পরমহংস দেব রোড। পূর্বে : পুরসভা সড়ক পরিচিত পরমহংস দেব রোড হিসেবে। দক্ষিণে: রাখি সংঘ ক্লাবের খালি জমি। পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ২০ই, পরমহংস দেব রোড। **দ্রষ্টব্য : সারফেসি আইন অধীনে ইস্যু করা পূর্বের নোটিশ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।**	১৩.১১.২০২৫	২১.১০.২০২৫	**৩১,৫০,৩০৫ টাকা (একত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার তিনশ পাঁচ টাকা) ১২.১১.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।
২	**ঋণগ্রহীতা(গণ) : শ্রী হেমন্ত কুমার বৈদ্য** **ঠিকানা** - মালয়া একতারা, হাটুগঞ্জ, পো এবং থানা মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩২ **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ৪৪৬, আটাবাগান, কল্যাণ পরিষদ ক্লাবের নিকট, পো গরিয়া, থানা - বাঁশদ্রোণী, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৮৪ **টার্ম লোন(গুলি)** **HBL A/C No.- 42913525497** **SURAKSHA A/C No.- 42913525736**	**তপশিল সি (অংশ-১)** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা ৪৪৩৪৯ থেকে ৪৪৩৮৫, **দলিল নং ১৬০৫০০৯৪১-২০২৪ সালের।** অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর -আলিপুর পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **(অংশ -২), প্রথম তপশিল উল্লিখিত মতে (উক্ত সম্পত্তির বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাপ ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২২ বর্গফুট কমবেশি মৌজা কামডহরি, জেএল নং ৪৯, আরএস দাগ নং ১০৪৪, আরএস খতিয়ান নং ২৬৬, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪৪৬, আতাবাগান, থানা রিজেন্ট পার্ক বর্তমানে বাঁশদ্রোণী, ওয়ার্ড নং ১১১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা -৭০০০৮৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ৩১১১১০১০৪৪০০, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বি-৩৩ আতাবাগান । দক্ষিণে : ১৮ ফট চওড়া কেএমসি রোড।পূর্বে : বি-৫৬ আতাবাগান । পশ্চিমে : বি-৫৪ আতাবাগান নীলগিরি অ্যাপার্টমেন্ট। **দ্বিতীয় তপশিল উল্লিখিত মতে (বিক্রীত উক্ত ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের টাইলস মেঝে (লিফট সুবিধা সহ) ফ্ল্যাট নং ৩এ, চতুর্থতলে, দক্ষিণ দিকে (সামনের অংশে), পরিমাপ ৯১১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (৭২৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া) , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং/ড্রইং , ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং ১ বারান্দা, এবং তৎসহ এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং এফ, উত্তর পূর্ব দিকে পিছনের অংশে পরিমাপ আনুমানিক ১২৮ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪৪৬, আতাবাগান, থানা রিজেন্ট পার্ক বর্তমানে বাঁশদ্রোণী, ওয়ার্ড নং ১১১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য অবিভক্ত কলকাতা ৭০০০৮৪, জেলা নং ৩১১১১০১০৪৪০০, যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সহ যা প্রথম তপশিলে বর্ণিত মতে এবং প্রেমিসেস নং বিস্তারিত তৃতীয় তপশিলে লিখিত মতে যা প্ল্যানে সংযুক্ত বর্ণিত বেং চিহ্নিত লাল কালিতে। **তৃতীয় তপশিল উল্লিখিত মতে (সকলের ব্যবহারের অংশ এর বিবরণ)।** ক) প্রেমিসেসে/ভবনে সকলের ব্যবহারের পথ, চলার পথ এবং প্রধান প্রবেশ পথ। খ) সাধারণ চৌহদ্দি পাঁচিল এবং প্রধান গেট। গ) সাধারণ দ্বারওয়ান থাকার এরিয়া (যদি কিছু থাকে)। ঘ) নিকাশি এবং সুয়ারেজ এবং সকল পাইপ লাইন এবং অন্যান্য সংস্থাপন (ইউনিট/এবং/বা সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবহার ব্যতীত)। ঙ) লো টেনশন এবং হাই টেনশন বৈদ্যুতিক সংস্থাপন এবং তার কক্ষ (যদি কিছু থাকে) এবং বৈদ্যুতিক ওয়ারিং এবং অন্যান্য ফিটিংস (নিজস্ব এরিয়ায় ইউনিট এবং /বা সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবহার ব্যতীত); চ) সিঁড়ি, চাতাল, এবং/বা মধ্যস্থান ভবনের (কক্ষ ব্যতীত) ; জ) জলের পাম্প, জল পাম্প কক্ষ, জলাধার, জলের ট্যাঙ্ক এবং জল পরিবহনের জন্য সমস্ত সাধারণ প্লাম্বিং ইনস্টলেশন (কেবলমাত্র যেগুলি কেবলমাত্র ভিতরে এবং ব্যবহারের জন্য) ভবনের উপর এবং/অথবা ভবনের সাথে সম্পর্কিত। ঝ) জমি এবং ভবনের মধ্যে বা আশেপাশের অন্যান্য সাধারণ অংশ, সরঞ্জাম, ইনস্টলেশন, ফিটিং, ফিক্সচার এবং স্থান, যেমন সহ-মালিকরা, তবে স্পষ্টভাবে ভবনের ছাদ এবং/অথবা বারান্দা এবং প্যারাপেট দেয়াল অন্তর্ভুক্ত করে। ঞ) লিফট এবং লিফট রুম; **উপরে উল্লেখিত চতুর্থ তফসিল (সাধারণ ব্যয়ের বর্ণনা)** ক) মেরামত, সাদা ধোয়া রঙ করা, সাজসজ্জা, পুনর্নির্মাণ, পুনর্গঠন, আলোকসজ্জা প্রতিস্থাপনের সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ভবনের সাধারণ অংশগুলি সহ তাদের বাইরের দেয়াল। খ) দরওয়ান, নিরাপত্তা কর্মী, ঝাড়ুদার, প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ান ইত্যাদি সহ সাধারণ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত সকল ব্যক্তির আনুপাতিক বেতন। গ) ভবনের বীমা করার জন্য বীমা প্রিমিয়াম, যদি থাকে। ঘ) সাধারণ ইউটিলিটি সরবরাহকারীদের জন্য সকল চার্জ এবং জমা, যৌথ মালিকদের কাছে। ঙ) কর্পোরেশন ট্যাক্স, জল কর, এবং প্রাঙ্গণ এবং ভবনের জন্য অন্যান্য কর, ক্রেতার উপর আলাদাভাবে নির্ধারিত কর ব্যতীত।	২৯.১১.২০২৫	২৩.১১.২০২৫	**৪৬,২৫,১৩৯ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ পঁচিশ হাজার একশ উনচল্লিশ টাকা) ২৯.১১.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।
৩	**ঋণগ্রহীতা (গণ) : শ্রী সঞ্জয় বৈদ্য** প্রযত্নে গোপাল বৈদ্য **ঠিকানা** - উত্তরায়ণ - ১, গীতাঞ্জলি পার্ক, ফ্ল্যাট ৩এ, ৪র্থ তল, বোরাল, কলকাতা - ৭০০১৫৪ **আরও ঠিকানা** - শম্পা মির্জা নগর, পো - সরকারপুল, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪৩ **Overdraft Loan A/C No 31519343869**	**তপশিল সি (অংশ ১)** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩০, পৃষ্ঠা ৪৮৪৯ থেকে ৪৮৮১, **দলিল নং ০৮৯১০-২০১০ সালের,** ডিএসআর-৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **(অংশ -২) প্রথম তপশিল উল্লিখিত মতে :** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী সঞ্জয় বৈদ্য।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩এ, পূর্ব দিকে চারতলায় , দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম,এক স্টাডি রুম, এক লবি, দুই বারান্দা, এক টয়লেট এবং এক ডব্লু সি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯৫ বর্গ ফুট কমবেশি অবিভক্ত যথাযথ ভাগ অংশ জমির ভবনের এবং অবিভক্ত ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অংশত তিনতলা ভবন এবং অংশত জি-৩ তলা বর্তমানে পরিচিত উত্তরায়ণ, অবস্থিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ৬ কাঠা ,আরএস দাগ নং ৬৫৬, আরএস খতিয়ান নং ১৫১, জেএল নং ৬১, তৌজি নং ১৪২,মৌজা বোড়াল, থানা : সোনারপুর, হোল্ডিং নং ২৫৯, গীতাঞ্জলি পার্ক সাব রেজিস্ট্রি অফিস রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩২, সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অংশ আরএস দাগ নং ৬৫৬। পূর্বে : অংশ আরএস দাগ নং ৬৫৬, ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া চলার পথ বর্তমানে সড়ক হিসেবে ঘোষিত। পশ্চিমে : জমি আরএস দাগ নং ৬৬৪ এবং জমি আরএস দাগ নং ৬৫৪।	১৩.১১.২০২৫	২৭.০৯.২০২৫	**৭,১২,৮৩৩ টাকা (সাত লাখ বারো হাজার আটশ তেত্রিশ টাকা) ১৪.১১.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন

তারিখ : ২৫.১২.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

খসড়া তালিকায় নাম থাকলেও নির্বাচন কমিশনের নোটিসে আতঙ্কে অসুস্থ বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নির্বাচন কমিশন থেকে নোটিশ পাওয়ায় আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কাঁকসার এক বৃদ্ধা। জানা গিয়েছে, ২০02 এর তালিকায় নাম আছে তাঁর। খসড়া ভোটার তালিকাতেও নাম উঠেছে। তার পরেও ডাকা হয়েছে শুনানিতে। তাই ঠাণ্ডার মধ্যে ভয়ে কাঁপুনি ধরেছে ৭৯ বছরের বৃদ্ধার। কাঁকসার মলানদিঘী এলাকার এই ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে পরিবারের লোকজনের। মলানদিঘীর ২২১ নং বুথের ভোটার পুষ্পলতা কেশ। তিনি শিশির কেশের স্ত্রী। প্রথম থেকেই এই

এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। স্বামী শিশির কেশের দাবি, সব জায়গাতেই নাম আছে তাঁর স্ত্রীর। কিন্তু তারপরেও শুনানির বিজ্ঞপ্তি এসেছে। তার স্ত্রী অসুস্থ। পায়ে ব্যথা, কানেও কম শোনেন। নির্বাচন কমিশন বিপাকে ফেলতে চাইছে তাঁদেরকে। কিভাবে যাবেন এখন ভেবে কুল পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে। পুষ্পলতা কেশ বলেন, 'ভয় লাগছে। আমি ওষুধ খেয়ে কোনরকমে বেঁচে আছি। তারপর আবার অত দূরে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। আমি এখন কি করবো খুঁজে পাচ্ছি না।' বুথ লেভেল এজেন্ট অনন্তরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শুধু পুষ্পলতা কেশ কেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অসুস্থ মানুষ কেও এভাবে বিপাকে ফেলছে নির্বাচন কমিশন। আমরা মানুষের পাশে আছি। যাদের নাম নেই তাঁদের যেমন ফর্ম ৬ পূরণ করাচ্ছি তেমনই যাদেরকে ডাকা হচ্ছে তাদেরও পাশে রয়েছি।' যদিও এ বিষয়ে কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্তা বলেন, 'যারা ফর্ম জমা দিয়েছেন তাদের সকলের নাম আসবে অবশ্যই। শুনানিতে ডাকা হচ্ছে কারণ কিন্তু ২০০২ এর ভোটার লিস্টে নাম ছিল কিন্তু কোনো নথি জমা দেওয়া ছিল না। সেইজন্য ডাকা হচ্ছে। যদি কারোর বয়স বেশি হয় আসতে না পারেন তাহলে নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী নির্দেশিকা মত কাজ করা হবে। তবে আতঙ্কের কোনো কারণ নেই।'

লাঠি দিয়ে হামলার অভিযোগ, আহত পুরুলিয়ার প্রাক্তন পুরপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: নিজের ওয়ার্ডে দলীয় কাজ করার সময় এক যুবকের লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হলেন পুরুলিয়া পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান নব্যেন্দু মাহালি। ঘটনার জেরে বুধবার পুরুলিয়া শহরজুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা যায়,

পুরুলিয়া পৌরসভার প্রাক্তন তৃণমূলের পৌরপ্রধান নবেন্দু মাহালিকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ প্রাক্তন পৌর প্রধান নব্যেন্দু মাহালির। রক্তাক্ত হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরুলিয়া শহরের জল ট্যাঙ্কি রেনি রোড এর কাছে নিজের ওয়ার্ডে দলীয় কার্যালয়ে বুধবার সকালে কাজ করার সময় হঠাৎ করে এক যুবক লাঠি নিয়ে আক্রমণ চালায় তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহরক্ষীরা তাকে উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে। কী কারণে প্রাক্তন পৌরপ্রধান নব্যেন্দু মাহালিকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে জানাতে গিয়ে পুরুলিয়া পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান নব্যেন্দু মাহালি বলেন, 'পুরোপুরি আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল ওই ব্যক্তি। এদিন আমি অফিসে বসে কাজ করছিলাম হঠাৎই সেই সময় ওই যুবকটি এসে একটি উইকেটের মতন বড় লাঠি নিয়ে আমার উপর হামলা চালায়। কোনও ক্রমে হাতটা দিয়ে রক্ষা করতে পেরেছি কিন্তু তারমধ্যেও লেগে গিয়েছে, মাথা ফেটেছে।' তবে এর পিছনে কোনও পুরনো আক্রোশ হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। এমনকি ওই ওয়ার্ডে তৃণমূলের হয়ে জিতেছিলেন নব্যেন্দু বাবু ফলে বিরোধীরা কোনও চক্রান্ত করতে পারেনি। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

শুরু করছে। প্রসঙ্গত, তৃণমূল পরিচালিত পুরুলিয়া পুরবোর্ড ভেঙে দিয়ে পুরুলিয়ার পুরপ্রধান নব্যেন্দু মাহালিকে সরিয়ে পুরুলিয়া পৌরসভার প্রশাসকের চেয়ারে বসেছেন পুরুলিয়া মহকুমা শাসক (সদর) উৎপল কুমার ঘোষ। রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক বিভাগ থেকে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার সহ জেলাশাসকের এক নির্দেশিকা পাঠানো হয়। ওই নির্দেশিকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুরুলিয়া পৌরসভার পৌরপ্রধানকে অপসারণ করে প্রশাসকের দায়িত্বে বসেন পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক উৎপল কুমার ঘোষ। নতুন করে পৌরবোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক পুরুলিয়া পৌরসভার দায়িত্ব সামলানোর নির্দেশিকা জারি করা হয়। প্রসঙ্গত, রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক বিভাগ পুরুলিয়া পৌরসভাকে শহরের সাফাই না হওয়ার জন্য, বেহাল নিকাশি নালা,ও অনিয়মিত জল সরবরাহের জন্য পুর উদাসীনতার কারণে নব্যেন্দু মাহালিকে পৌর প্রধানের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার রেশ কাটতে না কাটতেই প্রাক্তন পৌর প্রধান নব্যেন্দু মাহালির উপর হামলার ঘটনায় পুরুলিয়া শহরজুড়ে ব্যাপক আতঙ্কে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনায় মৃত মালদার দুই শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উত্তরপ্রদেশে বিদ্যুতের হাইটেনশন টাওয়ারের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার দুই শ্রমিকের। এই দুর্ঘটনায় প্রথমে একজনের মৃত্যু হয়। এর ২৪ ঘণ্টা পর, আরও এক পরিযায়ী শ্রমিক চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান। বুধবার দুপুরে এই খবর এসে পৌঁছায় মালদার ইংরেজবাজার থানার নতুনটোলা এবং মোহনপুর এলাকায়। পুরো এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের নির্বাচিত সদস্য জুয়েল রহমান সিদ্দিকী মৃত দুই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান এবং সরকারিভাবে সহযোগিতা পাওয়ারও আশ্বাস দিয়ে যান। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম সাজ্জাদ খান (২৮) এবং সাইদুর শেখ (২৯)। প্রথম জনের বাড়ি নতুনটোলা এলাকায়। পরের জনের বাড়ি মোহনপুরে। প্রায় দেড় মাস আগে এরা দুইজনে উত্তরপ্রদেশের মোগলসরাইয়ে বিদ্যুতের হাইটেনশন টাওয়ারের কাজ করার জন্য শ্রমিক হিসেবে গিয়েছিলেন। গত সোমবার বিকেলে বিদ্যুতের টাওয়ারের কাজ করার সময় একটি অংশ ভেঙে ওই দুই পরিযায়ী শ্রমিকের মাথার ওপর পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সাজ্জাদের। এরপর গুরুতর জখম অবস্থায় সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি সরকারি হাসপাতালে সাইদুরকে স্থানীয়রা চিকিৎসার জন্য ভর্তি করান। দুই দিন চিকিৎসা চলার পর বুধবার সকালে মৃত্যু হয় সাইদুরের। আর এই ঘটনাটি জানতে পেরে যেন গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুটি পরিবারে রোজগারের একমাত্র উপার্জনশীল ছিল। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে এবং নাবালক সন্তান রয়েছে। এই অবস্থায় ওদের কী করে চলবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পরিবারের লোকেরা। মালদা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। ওই দুই পরিবারের অবশ্যই সহযোগিতার ব্যবস্থা করবে প্রশাসন।

শুরু হল ঐতিহ্যবাহী উৎসব বিষ্ণুপুর মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: ইতিহাসের শহর বিষ্ণুপুর। সংস্কৃতির শহর বিষ্ণুপুর। শীত জাঁকিয়ে পড়তেই সেই শহরে রীতি মেনে শুরু হয়ে গেল রাজ্যের পর্যটন, সংস্কৃতি ও হস্তশিল্পের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসব বিষ্ণুপুর মেলা। গতকাল সন্ধ্যে থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রথম দিনই এই মেলায় উপচে পড়ল পর্যটক ও স্থানীয়দের ভিড়। রাঢ় বঙ্গের পর্যটন, সংস্কৃতি ও হস্তশিল্পকে তুলে ধরার উদ্দেশে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রায় চার দশক আগে বিষ্ণুপুর মেলার সূচনা হয়েছিল। সময় যত গড়িয়েছে, ততই এই মেলার বহর যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে তার জনপ্রিয়তাও। ধীরে ধীরে ঐতিহ্যের এই মেলা ছিনিয়ে নিয়েছে জাতীয় মেলার স্বীকৃতিও। অন্যান্য বছরের মতো চলতি বছরও বছর শেষের শীত গায়ে মেখে গতকাল থেকে শুরু হয়ে গেল এই মেলা। গতকাল বিকালে বিষ্ণুপুর স্টেডিয়াম থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই মেলার সূচনা হয়। মেলা চলবে ২৯ ডিসেম্বর। বিষ্ণুপুর

হাইস্কুলের দুটি মাঠ ও সংলগ্ন কে জি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একটি মাঠ মিলিয়ে আয়োজিত এই মেলায় অংশ নিয়েছে ৮০০ টিরও বেশি স্টল। চলতি বছর মেলার থিম আদিবাসী সংস্কৃতি। মেলার তোরণ থেকে মঞ্চর অলঙ্করণ সর্বত্রই আদিবাসী সংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে। মেলায় থাকা যদুভট্ট, রামানন্দ ও রাধামোহন-সহ চারটি মঞ্চে প্রতিদিন তুলে ধরা হচ্ছে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাউল ও ভাটিয়ালি গান, রাভা নৃত্য-সহ বিভিন্ন লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে এই মেলায়। মেলার শুরুর দিন থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের ভিড়ে কার্যত উপচে পড়ছে এই মেলা চত্বর।

বাংলাদেশে দীপু দাসের হত্যাকাণ্ডে বিক্ষোভ বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সীমান্ত থেকে রাজপথ, শিল্পাঞ্চল থেকে খনি অঞ্চল সব জায়গাতেই এখন একটাই কথা বাংলাদেশে হিন্দু সনাতনী দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডের বদলা চাই। এবার এই দাবিতেই সরব হলো খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর। বুধবার বিকেলে পাণ্ডবেশ্বরের ফুলবাগান মোড় সংলগ্ন এলাকায় বঙ্গীয় হিন্দু জাগরনের সদস্যরা জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। এদিন রাস্তায় আগুন ধরিয়ে অভিনব প্রতিবাদের পাশাপাশি দফায় দফায় হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই স্লোগান তোলেন বিক্ষোভকারীরা। এই সময় উপস্থিত থাকতে দেখা যায়, অমিত সরকার, তাপস সিং, দেবাশিস সামন্ত তন্ময় সিনহার

মতো বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণের সদস্যদের। বিক্ষোভ সমাবেশ প্রসঙ্গে অমিত সরকার জানান, 'বাংলাদেশে যেভাবে দীপু চন্দ্র দাসকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে রাস্তায় টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে গাছে টাঙিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় , তার প্রতিবাদে বঙ্গীয় সুরক্ষা মঞ্চ এবং হিন্দু জাগরণের পক্ষ থেকে পাণ্ডবেশ্বরে উপস্থিত থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি।' তিনি এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেন, 'দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যার সঠিক বিচার চাই, পাশাপাশি বাংলাদেশে যে সংখ্যালঘু হিন্দুরা রয়েছে তাদের উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।'

তৃণমূলেই আস্থা রাখলেন পাণ্ডবেশ্বরের টোটোচালকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই রাজ্য সরকার এবং পরিবহণ দপ্তর থেকে নির্দেশ আসে, রাস্তায় চলাচলকারী প্রতিটি টোটোর রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। টোটো চালকদের কথা চিন্তাভাবনা করে দফায় দফায় সেই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল কিন্তু এবার আর নয়, পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশ আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই রাস্তায় চলাচলকারী সমস্ত টোটোকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে, নইলে দিতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা। প্রতিবাদে চলতি মাসের রবিবার পাণ্ডবেশ্বর এলাকার টোটো চালকরা বিক্ষোভে নামেন, সেই মুহূর্তেই টোটো চালকদের পাশে দাঁড়ান বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি বলেন, 'কেনও টোটো চালকদের কাছ থেকে ব্যাংক একাউন্টের ডিটেলস এবং রেজিস্ট্রেশন ফি চাইছে সরকার?' তিনি টোটো রেজিস্ট্রেশন ফ্রি করার কথা বলেন। ঘটনার দু'দিনের মধ্যেই পাণ্ডবেশ্বরের টোটো চালকরা তৃণমূলেই আস্থা রাখলেন। বুধবার পাণ্ডবেশ্বরের ফুলবাগান মোড়ে একটা মিছিল করে টোটো চালকরা সরকারের প্রতি আস্থা রাখার কথা বলেন। টোটো চালক মনসুর মিঞা ও আব্দুল হাকিম আনসারীরা জানান, গত রবিবার কোনও কারণে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তৃণমূল নেতাদের কথা শুনে বুঝেছেন যে সরকারি নিয়ম-নীতি মেনে রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়েই টোটো চালানো উচিত। তাই তারা সরকারের প্রতি আস্থা রেখেই সরকারের নিয়ম-নীতি মেনে টোটো চালাবার কথা বলেন। টোটো চালকদের একাংশ জানান, তাদের এলাকায় প্রায় ৭০টি টোটো রয়েছে। তার অধিকাংশ ততই রেজিস্ট্রেশন ইতিমধ্যেই করে নিয়েছে। যারা বাকি রয়েছে তারা রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিয়ম-নীতি মেনেই রাস্তায় টোটো চালাবে। এলাকার তৃণমূল নেতা সন্তোষ পাসওয়ান জানান, 'টোটো চালকরা এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে টোটো চালাচ্ছিল বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি এখানে এসে অহেতুক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন। তাই এদিন টোটো চালকরা সরকারের পক্ষে থেকেই নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে টোটো চালাবার কথা বলেন।'

ইটবোঝাই ট্রাক্টরে ধাক্কা ট্রাকের, দুর্ঘটনায় মৃত্যু মহিলা শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: বর্ধমান আরামবাগ রাজ্য সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পূর্ব বর্ধমানের রায়নার বাঁকুড়া মোড় এলাকায় পন্য বোঝাই ট্রাকের সাথে ইঁট বোঝাই ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে গেল ট্রাক্টরটি। গুরুতর জখম হন ট্রাক্টরে থাকা এক মহিলা শ্রমিক। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।পরে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তার।

জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া মোড় এলাকায় ট্রাকের সাথে ইঁট বোঝাই ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। রাস্তায় অতিরিক্ত স্পিড ব্রেকার এর জেরে এই দুর্ঘটনা বলে দাবি এলাকাবাসীর। একদিকে কুয়াশা অন্যদিকে রাস্তায় স্পিড ব্রেকার। উভয়ের জেরেই দুর্ঘটনা ঘটে। অভিযোগ পলেমপুর থেকে বাঁকুড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তায় অসংখ্য স্পিড ব্রেকার রয়েছে। সেই স্পিড ব্রেকার এড়াতে গিয়ে আরামবাগ অভিমুখে যাওয়া ইট বোঝাই ট্রাক্টর ডানদিকে অতিক্রম করার সময় বর্ধমান অভিমুখে আসা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তার জেরেই মর্মান্তিক পরিণতি। বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। অতিরিক্ত স্পিড ব্রেকার রাস্তা থেকে তুলে দেওয়ার দাবী করেন স্থানীয়রা। পথ নিরাপত্তার জায়গায় পথেই বিপদ বাড়ছে বলে দাবি। যানজট যেমন হচ্ছে তেমনই দুর্ঘটনা বাড়ছে রাজ্য সড়কে অতিরিক্ত স্পিড ব্রেকারের জন্য।

মহম্মদ রফির ১০১তম জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বুধবার ছিল সঙ্গীত সম্রাট ভারতের কিংবদন্তি মহম্মদ রফি সাহেবের ১০১তম জন্মদিন। এই জন্মদিন উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সমীর সেনাপতি রফি সাহেবের জন্মদিন পালন করলেন। হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা পোস্ট অফিসের সামনে কুমার প্লাজা আবাসনে তাঁর নিজের বাড়িতে এদিন মহম্মদ রফি সাহেবের ফটোতে মাল্যদান করেন ও কেক কেটে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করলেন। সমীর বাবু কর্মজীবনে কলকাতা পুলিশে চাকরি করতেন তার পাশাপাশি তিনি রফি সাহেবের কণ্ঠে অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমীর বাবু জানান, তিনি ছোটবেলা থেকেই তাঁর গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেই গান করতে শুরু করেন। রফি সাহেবকে সমীরবাবু তাঁর গুরু ও ভগবান মনে করেন। তিনি যতদিন

বাঁচবেন তার জন্মদিন পালন করে যাবেন। সমীর বাবুকে সংবর্ধনা জানালেন সঞ্চালক ও রফি ভক্ত ইন্দ্রজিৎ দেব।

উত্তরপাড়ায় এক রাতে তিনটি বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার রাতে পরপর তিনটি বাড়িতে চুরি হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলায়। একটি বাড়ি থেকে তিনটে দরজার তালা ভেঙে সব ওলটপালট করে টাকা পয়সা পিতলের গোপাল-সহ বেশ কিছু সামগ্রী নিয়ে যায় চোরেরা। ওই বাড়ির পেছনের গ্রিল ভাঙারও চেষ্টা হয়েছিল। আরেকটি বাড়িতে গুদাম ঘরের তালা ভেঙে সিসি ক্যামেরা ভেঙে নিয়ে যায় এবং কিছু সামগ্রী নিয়ে যায় বলে অভিযোগ বাড়ির মালিকদের। অপর একটি বাড়ি থেকে চোরেরা গিজার চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায় খবর পেয়ে পুলিশ এসে তদন্ত করছে বলে জানা গিয়েছে। এলাকার মানুষজন জানাচ্ছেন, সন্ধ্যেবেলা ও রাতের দিকে পুলিশ প্যাট্রোল রাউন্ড দিলে ভালো হয়। পাড়ায় পাড়ায় এই অনুরোধ করা হয়েছে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে।

পলাতক ছাত্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: উলুবেড়িয়া থানার তৎপরতায় পলাতক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে উদ্ধার করা হল। জানা গিয়েছে, বাগনান ২ নম্বর ব্লকের একটি হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রী পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হওয়ায়, মন খারাপ করে স্কুল থেকে চলে যায়। এরপর বুধবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ উলুবেরিয়া কালীবাড়িতে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর নজরে আসে। ওই ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাথমিকভাবে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী অসঙ্গতি পায় এবং তাঁকে নিয়ে থানায় যায়। বুধবার রাতে ই ওই ছাত্রীকে পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পরীক্ষায় ফল খ ারাপ হওয়ায় ওই ছাত্রী মনমরা হয়ে ওখানে চলে এসেছিল। এ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে অভিভাবকদেরও, এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ।

'লাগাতার কর্মবিরতি'র ডাক আশা কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পেশাগত দাবিকে সামনে রেখে এবার রাজ্যব্যাপী 'লাগাতার কর্মবিরতি'র ডাক দিলেন আশা কর্মীরা। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা ইন্দাস বাজারে মিছিল করে স্থানীয় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে পৌঁছে সেখানে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি 'কর্মবিরতি'তে অংশ নেওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করেন। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের তরফে বলা হয়েছে, বিগত চার মাস ইনসেনটিভ বন্ধ, মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় আর যাই হোক সংসার চলেনা। সরকারী আধিকাদিকদের কাছে বিষয়টি বললেও সদুত্তর মেলেনা। এই অবস্থায় ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা মজুরি, সমস্ত বকেয়া ইনসেনটিভ এককালীন প্রদান ও কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মীর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের দাবিতে রাজ্যব্যাপী কর্মবিরতি পালন করছেন বলে তাঁরা জানান।

সংগ্রামপুর শিবাটি পঞ্চায়েতের উদ্যোগে 'নারীবান্ধব মেলা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: জীবনের শ্রোতে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমান সরকার একের পর এক সফল প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। তারই পরম্পরা অনুসরণ করল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের জেলার মডেল সংগ্রামপুর শিবাটি গ্রামপঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েত আগেই জেলার মডেল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এবার এই প্রথম সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত ও সরকারি উদ্যোগে 'নারীবান্ধব মেলা ২০২৫' করে নজির গড়ল। সংগ্রামপুর কালী বাড়ি মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই অভিনব মেলা। ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে মেলা। মোট ১৩টি স্টল হয়েছে এখানে। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতের তৈরি হস্তশিল্পের পসরা সাজিয়ে বসেছেন মহিলারা। যেখানে তাঁদের তৈরি পুথি দিয়ে বিভিন্ন গলার, হাতের কারুকার্য করা মালা বা মহিলাদের ব্যাগ। কুমোরের বিভিন্ন গয়নার কাজ এখানে বিক্রি হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব জিনিসপত্র বিকিকিনি হচ্ছে। একেবারে স্বল্প দামে পাশাপাশি ঢেঁকিতে চাল ভেঙে নোলেন গুড়ের হাতে গরম বিভিন্ন পিঠে, রস ভরা পাটিসাপটা তেলেপিঠে ভাজা, মুড়ির মোয়া এই মেলার মূল আকর্ষণ। গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এছাড়াও সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকশো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মহিলাদের হাতে সরকারি উপকরণ তুলে দেন বসিরহাট মহকুমা শাসক জেসলিন কৌর, এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম সরদার, সংগ্রাম শিবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বেবি ঘোষ, বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডঃ হোসেন মেহেদী রহমান, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বেবি ঘোষ বলেন, 'ইতিমধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আমাদের পঞ্চায়েত মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের এ বছরের থিম নারীবান্ধব মেলার মধ্য দিয়ে নারী শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য।'

শুরু হল ২০তম বর্ষের 'পরিবেশ সচেতনতা মেলা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: শুরু হল ২০ তম বর্ষের 'পরিবেশ সচেতনতা মেলা ২০২৫'। মধ্যমগ্রাম পুরসভা উদ্যোগে এবং রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় বুধবার মেলার উদ্বোধন করেন বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। উপিস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, নব ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, বারাসাতের পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী-সহ অন্যান্যরা। ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর এই ৫ দিন ধরে মেলা চলবে মধ্যমগ্রাম চৌমাথার নেতাজি সুভাষ ময়দানে। মেলায় ৫০টির উপর স্টল আছে। পরিবেশ মেলার পত্রিকার উদ্বোধন করেন ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি বলেন, 'এই পরিবেশ সচেতনতা মেলার প্রভাব তেমন ভাবে পড়ছে না। যদি পড়তো তবে মধ্যমগ্রামে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ১০০-র কাছাকাছি হত। কিন্তু সেটাও ২০০-র কাছাকাছি। তাই আমাদের আরও সচেতন হতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'দিল্লির বিজেপি সরকার পরিবেশ রক্ষার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয় না। দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ফসলের ক্ষেতে আগুন দেওয়ার ফলে যে ধোঁয়া ও ধুলিকণা থাকে শীতকালে হাওয়ার দিকের পরিবর্তন হওয়াতে সেই ধুলিকণা ও ধোঁয়া আমাদের রাজ্যগুলিতে ঢুকে পড়ে। ফলে আমাদের রাজ্যেও বায়ু দূষণ হচ্ছে। যদিও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশ দূষণ রক্ষায় নানান উদ্যোগ নিচ্ছেন। তবে সাধারণ মানুষ ও কেন্দ্রীয় সরকার

উদ্যোগী না হলে এই সমস্যা সমাধান করা খুব কঠিন।' নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'যদি আমরা নির্বিচারে গাছ কাটতে থাকি, তবে এমন দিন আসবে যেদিন আপনাকে, আমাকে শিশুদের অক্সিজেন সিলিন্ডার ও মাস্ক নিয়ে ঘুরতে হবে। যদি পরিবেশের প্রতি আমরা সচেতন না হই, যে ভাবে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে তাতে ৩টি ঋতু ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না।'

শহরের জয়জয়কার, তাহলে গ্রামের লেখক কি ব্রাত্য?

লিটল ম্যাগাজিন মেলা ঘিরে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: এবারও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা। প্রতি বছর তিন দিন ধরে নন্দন, বাংলা একাডেমি ও একতারা মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে গ্রাম ও শহর মিলিয়ে কয়েকশো কবি ও সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেন। তবে অভিযোগ, অংশগ্রহণকারী ও বিশেষ করে পুরস্কারপ্রাপকদের তালিকায় শহুরে কবি-লেখকদের প্রাধান্যই বেশি। উৎসবের প্রথম দিন একতারা মঞ্চে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে একাধিক সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়, আর সেই পুরস্কার তালিকা ঘিরেই এবারও নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই আবহেই আলোচনায় উঠে এসেছেন পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের বাসিন্দা, বিশিষ্ট লেখক রাধামাধব মণ্ডল। গত বছর বহুদিন পর লিটল ম্যাগাজিন মেলায় আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি। এবছর এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ডাক

না পেলেও তাঁর আশা, এবারও তিনি আমন্ত্রিত হবেন। তবে একইসঙ্গে তাঁর আক্ষেপ, পেশায় সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও বাংলা একাডেমির এই অনুষ্ঠানে তাঁকে যথাযথ সম্মান না দিয়ে শুধুমাত্র কবিতা পাঠের জন্যই ডাকা হয়, যদিও তাঁর মূল পরিচিতি গদ্য লেখক হিসেবেই।রাধামাধব মণ্ডল দেশ-বিদেশের একাধিক সংবাদপত্র ও পত্রিকায় নিয়মিত গদ্য লেখেন এবং ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় এক স্বতন্ত্র গদ্যভাষা নির্মাণ করেছেন। এই প্রজন্মে তিনিই একমাত্র লেখক যিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি লেখালেখিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গ্রামে বসেই শহরের নামী কাগজে লেখা, বইমেলায় পাঠকদের ভিড় ও সই সংগ্রহের দীর্ঘ লাইন তাঁর জনপ্রিয়তার প্রমাণ। বাংলার সমাজজীবন, লোকসংস্কৃতি, নস্টালজিয়া ও প্রান্তিক মানুষের ইতিহাস তাঁর লেখার মূল বিষয়। 'বহুরূপী', 'দেহজীবী', 'পাখমারা', 'শববাহকের গান', 'টহলগান' সহ ডাকাত ও চোরদের ইতিহাস নিয়ে লেখা তাঁর বইগুলি পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। গত বছর কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'ভক্তকবি জয়দেব' ব্যাপক সাড়া ফেলে। লেখালেখির ২৫ বছরে পা দিতে চলা রাধামাধব মণ্ডলের বক্তব্য, গ্রামীণ জীবন নিয়ে লেখালেখি করাই হয়তো অনেকের অস্বস্তির কারণ। তবে তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। তাঁর কথায়, 'মহাকালই শেষ ও নির্মম বিচারক, শহুরে দাপট না গ্রামের মাটির লড়াই, কে টিকবে তা সময়ই বলবে।' জেলার আউশগ্রাম জঙ্গলমহল আজ তার নামেই সংস্কৃতির মানচিত্রে করে নিয়েছে ঠাঁই। তাঁর একাধিক নাগরিক আন্দোলন নাড়িয়ে দিয়েছিল বিগত বাম জমানাকে। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর নানান আন্দোলনের একদা সঙ্গী রাধামাধব আজ ব্রাত্য। নিজের লড়াইয়ে আউশগ্রাম বইমেলা ও আউশগ্রাম উৎসব শুরু করেন তিনি। যদিও তিনি বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ দোলা সেনরা তাঁর এই কর্মকাণ্ডকে সাহায্য করেন। তাঁর গল্প অবলম্বনে ইতিমধ্যেই তৈরি হ'য়েছে বাংলা সিনেমা 'ইস্কাবন'। রতন কাহার ও পাণ্ডুরাজার ঢিবির উপর দূরদর্শনের পর্দায় লেখক রাধামাধব মণ্ডল নির্মাণ করেছেন তথ্যচিত্র।

সফল ইসরোর রকেট উৎক্ষেপণ, শুভেচ্ছা উপরাষ্ট্রপতি-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর: বড়দিনের আগে দেশবাসীকে বিশেষ উপহার দিল ইসরো। সফল হল ইসরোর বাহুবলী রকেট এলভিএম৩ উৎক্ষেপণ। এই রকেটের মাধ্যমে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ ব্লুবার্ড-৬-কে লো আর্থ অরবিটে পাঠানো হয়। সফল উৎক্ষেপণের পরে ইসরোকে শুভেচ্ছা জানান উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ। উপরাষ্ট্রপতি জানান, এই অভিযান ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞান এবং বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রদর্শন করেছে। এলভিএম৩-এম৬ এর সফল উৎক্ষেপণ আমাদের ভারী-উত্তোলক উৎক্ষেপণ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে এবং ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযান এবং বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণ পরিষেবার পথ প্রশস্ত করবে।

সফল উৎক্ষেপণের পরে ইসরোকে শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, সফল এলভিএম৩-এম৬ উৎক্ষেপণের জন্য টিম ইসরোকে অভিনন্দন। তিনি আরও বলেন, মহাকাশ প্রযুক্তির জন্য ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার মোদীজির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে এটা।

উল্লেখ্য, বুধবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে 'ব্লু বার্ড ৬' উপগ্রহ নিয়ে পাড়ি দিয়েছে রকেট এলভিএম৩। উপগ্রহটি আমেরিকার। এর লক্ষ্য মহাকাশ থেকে সরাসরি সাধারণ স্মার্ট ফোনে ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়া। এর ফলে আলাদা কোনও যন্ত্র লাগবে না। এই উৎক্ষেপণের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, এর জন্য ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আমেরিকার একটি সংস্থার সঙ্গে। নির্ধারিত সময়ের কিছু সময় পরে হয়েছে এ দিনের উৎক্ষেপণ। ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই এই পদক্ষেপ।

বৃহস্পতিবার লখনউতে রাষ্ট্র প্রেরণাস্থল উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১০১-তম জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) লখনউতে রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল এর উদ্বোধন করবেনউ পাশাপাশি তিনি একটি জনসভায় ভাষণও দেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল হল স্বাধীন ভারতের বিশিষ্ট রাষ্ট্র নেতাদের উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাতে নির্মিত একটি স্থায়ী জাতীয় স্মারক প্রাঙ্গণ। এটি প্রায় ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়ঊ ৬৫ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৬৫ ফুট উঁচু মূর্তি রয়েছে। এখানে ৯৮ হাজার বর্গফুট জুড়ে একটি পদ্ম আকৃতির অত্যাধুনিক সংগ্রহশালাও রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই শ্লোকে একজন প্রকৃত পণ্ডিতের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, যস্য কৃত্যম ন বিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণম ভয়া রতি। সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা স বৈ পণ্ডিত উচ্চতে। এই শ্লোকের অর্থ হল যিনি শৈত্য বা তাপ, ভয় বা ভালোবাসা, সম্পদ বা দারিদ্র্য উপেক্ষা করে কাজ করে যান, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্তদের হেপাজতের মেয়াদ বাড়ল ১৫ দিন

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর: দিল্লির লাল কেল্লা বিস্ফোরণ মামলায় ধৃত সাত অভিযুক্তের হেপাজতের মেয়াদ ১৫ দিন বাড়াল দিল্লির আদালত। বুধবার ধৃতদের এনআইএ পাতিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হয়। আদিল রাঠের, শাহিন সাইদ ও মুজাম্মিল শাকিল গনাই নামে তিন চিকিৎসক এবং মৌলবি ইরফান আহমেদ ওয়াগে, জসির বিলাল ওয়ানি, আমির রশিদ আলি এবং সোয়েবের আরও ১৫ দিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ১০ নভেম্বর দিল্লিতে লালকেল্লা মেট্রো গেটের কাছেই একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। তদন্তে নেমে জানা যায়, এটি একটি 'হোয়াইট কলার মডিউল' জঙ্গি হামলার অংশ। দেশের আরও কয়েকটি জায়গায় এই ধরনের হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল ধৃতদের। দিল্লির ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, ২০ জন মানুষ আহত হয়েছেন।

বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের ভোটে একসঙ্গে লড়বেন উদ্ধব-রাজ

মুম্বই, ২৪ ডিসেম্বর: বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের আসন্ন ভোটে একসঙ্গে লড়বেন শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে এবং মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার সভাপতি রাজ ঠাকরে। ২০ বছর পরে ফের একজোট হলেন দুই তুতো ভাই। আর তাঁরা জোট ঘোষণা করার পরে বিজেপির কটাক্ষ, ভোটে হারের ভয়ে দুই 'রাজবংশ' মিলে গিয়েছে। আগামী ১৫ জানুয়ারি বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের ভোট। তার আগে বুধবার মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জোট ঘোষণা করেছেন উদ্ধব ও রাজ। সাংবাদিক বৈঠকে তুতো ভাই রাজের পাশে বসেই উদ্ধব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন একতাই শক্তি। এই প্রসঙ্গে পুরনো একটি স্লোগান শোনা গিয়েছে প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরের পুত্রের গলায়। তিনি বলেন, 'বটেঙ্গে তো কটেঙ্গে (আলাদা হলেই বিপদ)।' প্রত্যয়ের সুরে তাঁর সংযোজন, 'মুম্বই আমাদের সঙ্গেই থাকবে।'

'খুব খারাপ' পর্যায়ে দিল্লির বাতাস, উদ্বিগ্ন রাজধানীর বাসিন্দারা

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর: দিল্লির বাতাসের গুণগত মান নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত। যত শীত পড়ছে ততই খারাপ হচ্ছে রাজধানীর বাতাসের মান। দিল্লির বায়ুর মান যেন উন্নত হচ্ছেই না। বুধবারও ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকল দিল্লি। 'খুব খারাপ' পর্যায়ে রইল বাতাসের মান। এদিন সকালের তথ্য অনুযায়ী, আইটিও সংলগ্ন এলাকায় বায়ুর গুণগত মান ছিল ৩২২, ইন্ডিয়া গেট সংলগ্ন এলাকায় বায়ুর গুণগত মান ছিল ৩৫৪, আনন্দ বিহারে ৩৭৪, এছাড়াও রাজধানীর বিস্তীর্ণ এলাকা ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে ছিল এদিন সকালে।

উল্লেখ্য, বাতাসের গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) এর সূচক ০-৫০ এর মধ্যে থাকলে 'ভালো', ৫১-১০০ একিউআইকে 'সন্তোষজনক' হিসেবে গণ্য করা হয়, ১০১-২০০ একিউআইকে 'মাঝারি' গুণমান হিসেবে ধার্য করা হয়, ২০১-৩০০ একিউআইকে 'খারাপ' বলা হয়ে থাকে, ৩০১-৪০০ একিউআইকে 'খুব খারাপ' পর্যায়ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ৪০১-৫০০ কে 'গুরুতর' বলে বিবেচনা করা হয়।

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু লিবিয়ার সেনাপ্রধানের

আঙ্কারা, ২৪ ডিসেম্বর: তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার কাছে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল লিবিয়ার সেনাপ্রধান মহম্মদ আলি আহমেদ আল-হাদ্দাদের। জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে প্রতিরক্ষা বৈঠক শেষে দেশে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আঙ্কারার এসেনবোগা বিমানবন্দর থেকে দাসোঁ ফ্যালকন ৫০ বিজনেস জেটে রওনা দিয়েছিলেন তিনি ও আরও কয়েক জন ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তা। ওড়ার কিছু ক্ষণের মধ্যেই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। জরুরি অবতরণের অনুমতি চাইলেও কিছু ক্ষণের মধ্যেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে রাজধানী থেকে প্রায় ৭৪ কিলোমিটার দূরে ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় লিবিয়ার চার সামরিক কর্তা ও তিন বিমানকর্মীরও মৃত্যু হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No - 2860, Dt. 22/12/2025** for Construction of Electrical Work at Toilet Block at Different School under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2025 MAD 978907_1 to 4,** Last Date of Bid Submission **15/01/2026 at 11:55 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary Chairman, Kanchrapara Municipality**

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 2861, Dt. 23/12/2025** for Repair & Renovation Work at Sahidnagar High School under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2025_MAD_978881_1**. Last Date of Bid Submission **15/01/2026 at 11:55 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary Chairman, Kanchrapara Municipality**

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Raghunathpur Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity), Vill + P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIET No. 16/15th CFC (Tied) 2025-2026, Memo No. RGP/172, Dt.17.12.2025 And NIET No 17/15th CFC Tied 2025-2026(3rd Call), Memo No. RGP/173, Dt.17.12.2025** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **05.01.2026 upto 6p.m.**

Sd/- Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat

ময়দান

এবার ঘরেও রাজা রো- কো, এক যুগ পর বিজয় হাজারেতে ফিরেই সেঞ্চুরি !

নিজস্ব প্রতিবেদন: বোর্ডের নির্দেশ মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে নামা;একদিকে বাধ্যবাধকতা, অন্যদিকে ফর্ম ও ফিটনেস প্রমাণের মঞ্চ। কিন্তু বিজয় হাজারে ট্রফির মাঠেই রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি দেখিয়ে দিলেন, তাঁদের ক্লাস চিরকালীন, প্রমাণের অধ্যায় তাঁদের ক্যারিয়ারে বহু আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে। তবুও নিয়মরক্ষার মঞ্চে দাঁড়িয়েও দুই মহাতারকা নিজেদের মতো করেই ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখলেন, দু'জনেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে, রোহিত আবার দেড়শোর গণ্ডি পেরিয়ে।

রোহিত শর্মার ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনটা ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষার। প্রায় সাত বছর পর মুম্বইয়ের জার্সিতে নামা, নিজেই যেন একটা হেডলাইন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ত সূচি, অধিনায়কত্বের চাপ, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ভিড়, এসব সামলে ইদানীং জাতীয় দলের তারকাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে দেখা বিরল। কিন্তু বিসিসিআইয়ের কড়া নির্দেশ ছিল, ওয়ানডে দলে জায়গা ধরে রাখতে হলে রান ও ফিটনেসে জবাব দিতে হবে। তাই প্রতিপক্ষ সিকিমের মতো তুলনায় দুর্বল দল হলেও, রোহিতকে মাঠে নামতেই হয়েছিল। তবে প্রতিপক্ষের নাম কাগজে যতই ছোট হোক, রোহিতের ব্যাটে তা কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ৯৪ বলে ১৫৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস, ৬২ বলে সেঞ্চুরি, ৯টি ছক্কা ও ১৮টি বাউন্ডারি, পরিসংখ্যান নয়, যেন বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের কবিতা। সিকিমের বোলাররা রোহিতের সামনে ছিলেন নেহাতই দর্শক, আর জয়পুরের সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে উপস্থিত ১২ হাজার দর্শক ছিলেন সেই ব্যাটিং-ঝড়ের উচ্ছ্বসিত সাক্ষী। মুম্বই ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় অনায়াসে, কিন্তু দিনের আসল জয় ছিল দর্শকের আবেগের, রোহিতের টানেই মাঠ ভরেছিল, আর তাঁরা ফিরলেন পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে।

অন্যদিকে বিরাট কোহলির মাইলফলক ছিল ঐতিহাসিক। অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে প্রথম শটেই তিনি স্পর্শ করলেন লিস্ট এ ক্রিকেটে ১৬ হাজার রানের গণ্ডি, শচীন তেণ্ডুলকরের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে এই বিরল কীর্তি। শচীন যেখানে ৩৮৫ ইনিংসে ১৬ হাজার রান করেছিলেন, বিরাট তা করলেন মাত্র ৩৩০ ইনিংসে, যা তাঁর ধারাবাহিকতা, ফিটনেস ও মানসিক দৃঢ়তার অনন্য নিদর্শন। এরপর সেই ইনিংসেই এল অনবদ্য শতরান, চাপের মুখে নয়, বরং নিজের ব্যাটিং-দর্শনকে আবারও প্রতিষ্ঠা করার স্বাক্ষর হিসেবে। বিশ্বের সেরা বোলাররা যাঁর নাম শুনলেই পরিকল্পনা বদলান, সেখানে ঘরোয়া সার্কিটের অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ বোলিং আক্রমণ তাঁকে আটকাবে, এমনটা ভাবাই কঠিন। বিরাট সেটাই প্রমাণ করলেন, তবে তা অহংকারে নয়, নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বের সহজ, নিঃশধ ঘোষণা হিসেবে।

এই পারফরম্যান্সের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের বর্তমান মানের প্রেক্ষিতে, নিচের সারির দলগুলির বিরুদ্ধে বিরাট-রোহিতদের মতো বিশ্বমানের ব্যাটারদের খেলানো কতটা যুক্তিযুক্ত? ক্রিকেটীয় বিচারে হয়তো প্রতিযোগিতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, তরুণ বোলারদের জন্য কাজটা পাহাড়প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অন্যদিকটাও ভাবতে হবে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের আগে এই ম্যাচগুলি তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলন, ম্যাচ-ফিট থাকার সুযোগ, আত্মবিশ্বাসকে শাণিত রাখার মঞ্চ। আন্তর্জাতিক ম্যাচের মতো তীব্র চাপ না থাকলেও, প্রতিটি সেঞ্চুরি ও বড় ইনিংস তাঁদের প্রস্তুতির বার্তাকে স্পষ্ট করে, ফর্ম ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু ক্লাস চিরস্থায়ী। আর সেটাই রোহিত ও বিরাট আবারও লিখে দিলেন ।

শাহবাজ-আকাশের ব্যাটে দুরন্ত জয় অভিমুন্যদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচেই ইতিহাস রচনা করল বাংলা ক্রিকেট দল। রাজকোটে বিদর্ভের ছোড়া ৩৮৩ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৭ বল বাকি থাকতেই ৩ উইকেটে জয় তুলে নেয় অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন বাংলা। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে এটিই বাংলার সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জেতার নজির, যা ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলার ব্যাটিং গভীরতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং ম্যাচ-জয়ের ক্ষুধাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা দিল। ম্যাচের শুরুটা ছিল বিদর্ভের নিয়ন্ত্রণে। বুধবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে যশ রাঠোড়কে ১১ রানে ফিরিয়ে দেন মহম্মদ শামি, যিনি বাংলার বোলিং আক্রমণের মুখ। কিন্তু এরপর আমন মোখাদে ও ধ্রুব শোরে দ্বিতীয় উইকেটে ১৯৫ রানের পাহাড়সমান জুটি গড়ে বাংলা শিবিরে চাপ তৈরি করেন। ৯৯ বলে ১১০ রান করা মোখাদে রান আউট হলেও, ধ্রুব থেমে থাকেননি। চার নম্বরে নেমে রবিকুমার সমর্থ ৪০ রানে ৯১ রানের জুটি গড়েন ধ্রুবের সঙ্গে। ধ্রুব শেষ পর্যন্ত ১৩৬ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। শেষদিকে নচিকেত ভুতের ১৬ বলে ৩৮ রানের বিধ্বংসী ক্যামিওতে বিদর্ভের স্কোর দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ৩৮২। শামি ৬৫ রানে ২ উইকেট নিলেও, গনি ৮০ রান খরচ করে ২ উইকেট পান। মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ ও শাহবাজ আহমেদ উইকেট না পেলেও তাঁদের লাইন-লেন্থ ম্যাচের প্রথমার্ধে বিদর্ভকে সহজে আলগা হতে দেয়নি।

জবাবে বাংলা শুরু থেকেই আগ্রাসী ছিল। ওপেনার অভিষেক পোড়েল ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ ১০৩ রানের জুটি এনে দেন। অভিষেক ৫৬ রানে ফিরলেও, সুদীপ ঘরামি ৬৮ রান এবং সুস্থির স্ট্রাইক রোটেশনে বাংলার রানের গতি অব্যাহত রাখেন। সুদীপ ও অভিমন্যু ওভার পিছু ৮ রানের বেশি গতিতে রান তুলছিলেন। তবে অধিনায়ক অভিমন্যু ৭১ রানে আউট হয়ে যাওয়ার পরেও বাংলা দমে যায়নি। অনুষ্টুপ মজুমদার ৩৩, সুমন্ত গুপ্ত ১২ ও সুমন্তের ব্যর্থতার পরেও মিডল অর্ডার চেষ্টা চালায়। ২৭৯ রানে ৬ উইকেট পড়ে গেলে মনে হচ্ছিল ম্যাচ বিদর্ভের দিকে হেলে যাচ্ছে।

কিন্তু সেখান থেকেই শুরু বাংলার আসল লড়াই। বোলিংয়ে সফল না হলেও ব্যাট হাতে দলের বিপর্যয় সামাল দেন শাহবাজ আহমেদ। ৫৮ বলে ৭১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে তিনি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। অন্যপ্রান্তে আকাশ দীপ ২৪ বলে ৩৮ রানের ঝোড়ো সহায়তা করেন। এই জুটিই ম্যাচে বাংলা শিবিরে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে এবং শেষপর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ৩৮৩ রান টপকে জয় নিশ্চিত করে বাংলা।

ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন শাহবাজ, যিনি চাপের মুখে দলের হয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাচ জেতান। এই জয় শুধু একটি ম্যাচ-জয় নয়, এটি বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ইঙ্গিতও। অন্য ম্যাচে ঈশান কিষানের ৩৯ বলে ১২৫ রানের ইনিংস সত্ত্বেও ৪১২ রান করেও ঝাড়খণ্ড হার মানে কর্নাটকের কাছে। অধিনায়ক ময়াঙ্ক আগরওয়ালের ৩৪ বলে ৫৪ রানের সহায়তায় কর্নাটক ৪৭.৩ ওভারেই ৫ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্য পেরিয়ে যায়।

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI

NOTICE INVITING E-TENDER

WBPMID/DAS-I/EO/NIT-09/25-26, 2nd Call, Memo No-1125, Date- 18/12/2025

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **23.12.2025.** Bid Submission end Date- **14.01.2026.** Bid Opening Date- **16.01.2026.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer Daspur-I Panchayat Samiti Daspur :: Paschim Medinipur

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১ নির্ধারিত তারিখে ১২:০০ টার আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-৪২; কাজের বিবরণ:** এডিইএন/ওয়েস্ট/কেজিপি-এর অধীনে এলসি গেটগুলিতে (১০টি) অবকাঠামোর উন্নতি/সম্প্রসারণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ১০,০৭,৭২১.৯৭; **বিড সিকিউরিটি/ই.এম.ডি.:** ₹ ২০,২০০.০০; **খোলার তারিখ:** ১৩.০১.২০২৬; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার সময়কাল:** সম্মতিপত্র জারির তারিখ থেকে ৬ মাস। **জমা দেওয়ার তারিখ:** ১৩.০১.২০২৬ তারিখের ১২:০০ টা পর্যন্ত; আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা এবং নির্দিষ্টকরণ জানার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। **(PR-993)**

Memo No:-1027/Engg.Sec./SM/2025Dated 24-12-2025

CORRIGENDUM

Due to some unavoidable circumstances and Technical error in BOQ printing the name of work is on the following mistakes have been with reference notice inviting
-NIT NO WBMAD/SM/Engg.Sec/SHM/14 of 2025-26 Tender Id No:- 2025_MAD_958354_6
1. Name Heading of Work CONSTRUCTION OF TOILET AT G.S.F.P SCHOOL, WARD NO-06, MOUZA-MURADIHI, JL-97, PLOT NO-38/2926 UNDER SAINTHIA MUNICIPALITY OF WEST BENGAL In the place of CONSTRUCTION OF TOILET AT BESIDE COMMUNITY HALL, WARD NO-05, MOUZA -SAINTHIA,JL NO-95, PLOT NO-4143 UNDER SAINTHIA MUNICIPALITY OF WEST BENGAL
BOQ. Item Description at Sl No 1 in Column 2
2. CONSTRUCTION OF TOILET AT G.S.F.P SCHOOL, WARD NO-06, MOUZA-MURADIHI, JL-97, PLOT NO-38/2926 UNDER SAINTHIA MUNICIPALITY OF WEST BENGAL In the place of CONSTRUCTION OF TOILET AT BESIDE COMMUNITY HALL, WARD NO-05, MOUZA -SAINTHIA,JL NO-95, PLOT NO-4143 UNDER SAINTHIA MUNICIPALITY OF WEST BENGAL
All other terms and condition in the said e-NIT will remain unchanged

Sd/-Chairman
Sainthia Municipality, Birbhum

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION

N.I.E. EQ. No. 42/WS/Eng/25 Dt. 23-12-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE, Asansol Municipal Corporation

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/836/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 23.12.2025,
WBMAD/UM/837/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 23.12.2025
(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole & Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ এলএস_ডব্লুসি_ভিবি_হুইল_ড্রিলিং২৫, তারিখ ২২.১২.২০২৫। ডে. চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(এম), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক **টেন্ডার নং. এলএস_ডব্লুসি_ভিবি_হুইল_ড্রিলিং ২৫**-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে কাজের চুক্তির মাধ্যমে ২৫০টি বন্দে ভারত হুইল ডিস্কের (এমসি-এর জন্য আইসিএফ ড্রয়িং নং. এএএ০২১৬১ এবং টিসি-এর জন্য এএএ০২১৭৩ অনুসারে রাফ মেশিনিং) মেশিনিং, ড্রিলিং এবং স্ট্যাটিক ব্যালেন্সিং; **টেন্ডারের ধরণঃ** ওপেন; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ১৪.০১.২০২৬ বেলা ১২.০০ টায়; **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ₹ ৯৬,১৭,০০০.০০; **বায়না অর্থঃ** ₹ ১,৯২,৩০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ₹ ০.০০; **বিডিং পদ্ধতি ঃ** একক প্যাকেট ব্যবস্থা; **টেন্ডার শুরুর তারিখঃ** ৩১.১২.২০২৫; **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.১২.২০২৫, বিকেল ৪টায়; **অফারের বৈধতা (দিন) ঃ** ৯০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ১৮ মাস। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in** টেন্ডারদাতারা কেবলমাত্র শেষ তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের বিপরীতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে।

MISC-337/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

Tender Notice

On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Construction of Concrete Road	1) from Uttarpara FPS towards Narayan Giri House ,Scheme Cost- 201128.00, NIT -457/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025
2	Construction of Calvert	1) Near the house of Baneswar Mondal ,Scheme Cost- 176059.00, NIT -458/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025
3	Tubewell	1)Washing &Repairing, Scheme Cost- 292714.00, NIT -459/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2025 2)Near Chittya Acharya House, Scheme Cost- 50821.00, NIT -460/ 15th FC Unied/NIT/BGP /2025 3) Near Sekh Nabiuddin House, Scheme Cost- 50821.00, NIT -461/ 15th FC Unied/NIT/BGP /2025 4) Near Ananta Mondal House, Scheme Cost- 50821.00, NIT -462/ 15th FC Unied/NIT/BGP /2025

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-3 is : 15/01/2026 2-00 p.m.

For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/brajaballavpur-grampanchayaet @gmail.com

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিডব্লু/পিএআরকে/ই-অকশন অ্যাপ্রুভাল/২০২৫, তারিখ ২৩.১২.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (অকশন পরিচালনা অফিসার), ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং. পিএআরকে-ডিইসি-২৫-০২। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ০১টায়। **এসইকিউ নং., আইআরইপিএস লট নং. এবং পার্কিং লট** যথাক্রমে- **এএ/১;** পার্কিং-এসডিএএইচ-একেআরএ-টিডব্লিউ-২৭১-২৫-১; আক্রা। **এএ/৩;** পার্কিং-এসডিএএইচ-একেআরএ-টিডব্লিউ-২৬৯-২৫-১; আক্রা। **এএ/৪ ;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিকেউজি-টিডব্লিউ-৩০৭-২৩-২; ভগবানগোলা। **এএ/৫;** পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএসিসি-টিডব্লিউ-১৪৮-২৫-১; নিউ আলিপুর। **এবি/১;** পার্কিং-এসডিএএইচ-ডিএকেই-এমএক্স-৩৭১-২৫-১; দক্ষিনেশ্বর। **অকশন ক্যাটালগ নং. পিএআরকে-এসডিএএইচ-ডিইসি-৩। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ০১টায়। **এসইকিউ নং., আইআরইপিএস লট নং. এবং পার্কিং লট** যথাক্রমেঃ- **এএ/১;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিআরজে-টিডব্লিউ-৪২-২৫-১; ব্রেস ব্রিজ। **এএ/২;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিআরজে-টিডব্লিউ-৪১-২৫-১; ব্রেস ব্রিজ। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-320/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

‘গর্ব আছে, কিন্তু চাই ইতিহাস বদল হোক’

বিট্টু দত্ত

বাংলার ক্রিকেট ইতিহাসে কিছু নাম শুধু পরিসংখ্যান নয়, তারা একটি সময়ের প্রতিনিধি। যাঁদের হাত ধরে বাংলা বিশ্বাস করতে শিখেছিল; আমরাও পারি। সেই তালিকায় সম্বরণ ব্যানার্জির নাম চিরস্থায়ী। ১৯৮৯,৯০ মরশুমে তাঁর নেতৃত্বেই বাংলা জিতেছিল রঞ্জি ট্রফি। আজও সেটাই বাংলার শেষ রঞ্জি জয়। তিন দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেই সাফল্য আজও বাংলার ক্রিকেটচর্চার মানদণ্ড। অধিনায়ক হিসেবে দৃঢ়, ব্যাটার হিসেবে নির্ভরযোগ্য, আর মানুষ হিসেবে সংযত; সম্বরণ ব্যানার্জি মানেই এক শান্ত নেতৃত্বের প্রতীক। সেই ইতিহাস, সেই দল, সেই অনুভূতি নিয়েই এই বিশেষ সাক্ষাৎকার।

প্রশ্ন: আজও যখন আপনাকে ‘বাংলার হয়ে শেষ রঞ্জি জেতা অধিনায়ক’ বলা হয়, তখন আপনার মনে কী অনুভূতি কাজ করে?

সম্বরণ ব্যানার্জি:

এই পরিচয়টা আমার কাছে গর্বের, কিন্তু একই সঙ্গে দায়িত্বেরও। গর্ব এই কারণে যে আমি এমন একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম, যারা বাংলার ক্রিকেট ইতিহাসে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। আবার দায়িত্ব এই অর্থে যে এত বছর পরেও সেই রেকর্ড ভাঙেনি। যদিও এটা আমার কাছে খুবই গর্বের কিন্তু আমি চাই নতুন প্রজন্ম সেই ইতিহাস বদলাক। তবু মানুষ আজও সেই জয়ের কথা মনে রাখে, আমাকে মনে রাখে; এটা খুব আবেগের। অনেক সময় তরুণ ক্রিকেটাররা এসে বলে, তারা সেই দলের গল্প শুনে বড় হয়েছে। তখন বুঝি, আমাদের সাফল্য শুধু ট্রফির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সেটা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই অনুভূতিটাই সবচেয়ে মূল্যবান।

প্রশ্ন: ১৯৮৯,৯০ মরশুমের বাংলা দলের সবচেয়ে বড় শক্তি কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

সম্বরণ ব্যানার্জি:

আমাদের দলের আসল শক্তি ছিল মানসিক ঐক্য আর শৃঙ্খলা। কেউ আলাদা করে তারকা হতে চাইত না। সবাই জানত, রঞ্জি ট্রফি জিততে হলে দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করতে হয়। আমরা ছোট ছোট সেশন ধরে ম্যাচের পরিকল্পনা করতাম। ব্যাটাররা জানত কখন রক্ষণ করতে হবে, বোলাররা জানত কখন আক্রমণ বাড়াতে হবে। মাঠের বাইরেও আমরা খুব কাছের ছিলাম। সিনিয়র-জুনিয়র ভেদাভেদ ছিল না। প্রত্যেকে একে অপরের ওপর ভরসা করত। আজকাল অনেক দলেই ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স বড় হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের সময়ে দলের সাফল্যই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। সেই দলগত চেতনাই আমাদের আলাদা করেছিল।

প্রশ্ন: অধিনায়ক হিসেবে আপনার নেতৃত্বের দর্শনটা কী ছিল?

সম্বরণ ব্যানার্জি:

আমি বিশ্বাস করতাম, একজন অধিনায়কের প্রধান কাজ হল খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো। আমি কখনও চাপটা নীচে নামতে দিতাম না। কোনও খেলোয়াড় খারাপ খেললেও তাকে আলাদা করে কথা বলতাম, বোঝাতাম যে একটা ম্যাচে খারাপ হওয়া মানেই সে খারাপ খেলোয়াড় নয়। মাঠে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আমি পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিতাম, আবেগকে নয়। নিজের পারফরম্যান্সের থেকেও দলের প্রয়োজনকে আগে রাখতাম। আমি খুব বেশি নির্দেশ দিতাম না, বরং খেলোয়াড়দের স্বাধীনতা দিতাম। কারণ আমি জানতাম, বিশ্বাস পেলে একজন ক্রিকেটার নিজের সেরাটা দিতে পারে। এই বিশ্বাসের সম্পর্কটাই ছিল আমার নেতৃত্বের মূল ভিত্তি।

প্রশ্ন: সেই রঞ্জি ফাইনালের কোনও বিশেষ মুহূর্ত আজও মনে গেঁথে আছে?

সম্বরণ ব্যানার্জি:

ফাইনাল ম্যাচের শেষ দিনের প্রতিটা মুহূর্ত আজও স্পষ্ট মনে আছে। তখন বুঝছিলাম, আমরা খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, কিন্তু তবু কাউকে হালকা হতে দিইনি। প্রতিটা বলের আগে খেলোয়াড়দের চোখে চোখ রেখে কথা বলতাম। শেষ উইকেট পড়ার পর যে অনুভূতিটা হয়েছিল, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। মনে হয়েছিল, এতদিনের পরিশ্রম, এত বছরের অপেক্ষা সব সার্থক। মাঠে দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম সতীর্থদের চোখে জল, তখন বুঝলাম এই জয় কতটা গভীর। সেটা শুধু একটা ম্যাচ জেতা নয়, বাংলার ক্রিকেটের আত্মসম্মান ফিরে পাওয়ার মুহূর্ত ছিল।

প্রশ্ন: বর্তমান বাংলা দলের দিকে তাকালে আপনার কী মনে হয়?

সম্বরণ ব্যানার্জি:

আজকের বাংলা দলে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। ফিটনেস, আগ্রাসন, আধুনিক ক্রিকেটের সব উপাদানই আছে। কিন্তু রঞ্জি ট্রফি জিততে গেলে শুধু প্রতিভা যথেষ্ট নয়। ধারাবাহিকতা আর মানসিক দৃঢ়তা খুব জরুরি। অনেক সময় দেখা যায়, ভালো শুরু করার পর চাপের মুখে দল ভেঙে পড়ে। পাঁচ দিনের ক্রিকেট মানে ধৈর্যের পরীক্ষা। আমি মনে করি, যদি বর্তমান দলটা ম্যাচ ধরে নয়, মরশুম ধরে পরিকল্পনা করতে শেখে, তাহলে তারা অনেক দূর যেতে পারবে। বাংলা ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি আশাবাদী, তবে সাফল্যের জন্য আরও একটু ধৈর্য দরকার।

প্রশ্ন: আপনার সময়ের ক্রিকেট আর আজকের ক্রিকেটের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য কোথায়?

সম্বরণ ব্যানার্জি:

আমাদের সময়ে ক্রিকেট ছিল ধৈর্যের খেলা। সুযোগ কম ছিল, তাই প্রত্যেকটা ম্যাচকে গুরুত্ব দিতে হতো। আজ সুযোগ অনেক বেশি, কিন্তু ধৈর্যটা কিছুটা কমে গেছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের প্রভাব স্পষ্ট। সবাই দ্রুত রান করতে চায়। কিন্তু লাল বলের ক্রিকেট এখনও আলাদা। এখানে টিকে থাকা, পরিস্থিতি বোঝা, পরিকল্পনা বদলানো; এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, আজকের প্রজন্ম যদি আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো মূল্যবোধটাকেও ধরে রাখতে পারে, তাহলে তারা আরও ভালো ক্রিকেটার হবে। ভারসাম্যটাই আসল চাবিকাঠি।

প্রশ্ন: বাংলা ক্রিকেটের প্রশাসনিক দিক নিয়ে আপনার কী মত?

সম্বরণ ব্যানার্জি:

প্রশাসনের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঘরোয়া ক্রিকেটারদের পর্যাপ্ত ম্যাচ খেলানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু কয়েকজন তারকার ওপর ভরসা করলে হবে না। শক্ত বেঞ্চ তৈরি করতে হবে। পিচ প্রস্তুতি, কোচিং স্টাফ, মানসিক প্রশিক্ষণ; সব দিকেই পরিকল্পিত কাজ দরকার। আমাদের সময়ে সুযোগ কম থাকলেও কাঠামোটা পরিষ্কার ছিল। আজ সুযোগ বেশি, কিন্তু অনেক সময় সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব দেখা যায়। যদি প্রশাসন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে, তাহলে বাংলা আবার রঞ্জির শীর্ষে ফিরতে পারবে।

প্রশ্ন: আজকের তরুণ বাংলা ক্রিকেটারদের জন্য আপনার বার্তা কী?

সম্বরণ ব্যানার্জি:

আমি শুধু একটাই কথা বলব;ধৈর্য রাখো। দ্রুত সাফল্যের মোহে পড়ো না। লাল বলের ক্রিকেটকে সম্মান করো, কারণ এখান থেকেই প্রকৃত ক্রিকেটার তৈরি হয়। প্রতিটা ম্যাচকে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখো। বাংলা জার্সি গায়ে চাপানোর মানে শুধু খেলা নয়, একটা ইতিহাস বহন করা। সেই দায়িত্বটা বুঝে খেললে সাফল্য আসবেই। মনে রেখো, একদিনের কৃতিত্ব নয়, দীর্ঘ সময়ের ধারাবাহিকতাই তোমাকে বড় ক্রিকেটার বানাবে।

বছর শেষে ফিরে দেখা তেরঙা সাফল্যের সেরা পাঁচ

১. ১২ বছর পর আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতল ভারত। ২০১৩ সালে শেষবার অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির দল জিতেছিল এই ট্রফি। এই বছর দুবাইয়ের মাঠে নিউ জিল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলেন রোহিত শর্মারা। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৮৩ বলে ৭৬ রানের ইনিংস খেলেন। বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব দু'জনেই দুটো করে উইকেট নেন।

২. গত কয়েকটি বিশ্বকাপে একের পর এক হৃদয়ভঙ্গ। অবশেষে সোনার সময় এল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। নবি মুম্বইয়ে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে আইসিসি মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপ জিতে নেয় হরমনপ্রীত কৌরের দল। প্রথমবার ট্রফি জয়ের স্বাদ পেলেন স্মৃতি-জেমিমারা। ফাইনালে শেফালি ভর্মা ৮৭ রানের ইনিংস খেলেন। পাঁচ উইকেট নেন দীপ্তি শর্মা।

৩. ইতিহাস গড়ে বিশ্বকাপ জিতল ভারতের মহিলা দৃষ্টিহীন ক্রিকেট দল।প্রথমবারের মতো আয়োজিত মহিলা টি,২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফর দ্য ব্লাইন্ড শিরোপা জিতলেন ভারতের মেয়েরা। কলম্বোয় অনুষ্ঠিত ফাইনালে নেপালকে সাত উইকেটে হারান তাঁরা। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে অপরাজিত ছিল ভারত। দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেটে যা অন্যতম নজির হয়ে থাকবে।

৪. নাগপুরের মেয়ে দিব্যা দেশমুখ মাত্র ১৯ বছর বয়সে দাবা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জিতে নেন। ৩৮ বছর বয়সী কোনেরু হাম্পিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে দেন দিব্যা। জর্জিয়ার বাতুমিতে ফাইনালে দ্বিতীয় র‍্যাপিড গেম জিতে চ্যাম্পিয়ন হনশতিনি।

৫. বিশ্ব তিরন্দাজি প্যারা চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করে অসামান্য নজির গড়েন শীতল দেবী। মহিলাদের কম্পাউন্ড বিভাগের ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জেতেন তিনি। আর সেটাও পা দিয়ে তির ছুড়ে। এই বছরে তিনি আরও রেকর্ড গড়েছেন। ভারতের কম্পাউন্ড এশিয়া কাপের দলে প্রথমবার কোনও প্যারা-তিরন্দাজ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন শীতলা।

ভারতীয় ফুটবল: ১৪২ নম্বরে নেমে আসা জাতির লজ্জা

বরুণ মণ্ডল

ফুটবল ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। কেরালা থেকে কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ থেকে গোয়া , লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে রাস্তায়, মাঠে, বালির তীরে বল নিয়ে ছোটে। কিন্তু যে খেলাটি দেশের হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে, সেই খেলার জাতীয় দল আজ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪২ নম্বরে। নয় বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থান। এশিয়ায় আমরা ২৭তম। জাপান ১৮, ইরান ২০, দক্ষিণ কোরিয়া ২২, অস্ট্রেলিয়া ২৬, উজবেকিস্তান ৫০। আর আমরা? ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ১৪২ নম্বরে। এ এক অদ্ভুত পরিহাস।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা একবার ৯৪ নম্বরে উঠেছিলাম। ২০২৩-এর ডিসেম্বরে ছিলাম ১০২-তে। মাত্র দু'বছরের মধ্যে ৪০ ধাপ পিছিয়ে গেলাম। এ পতন কোনো দুর্ঘটনা নয়, এ দীর্ঘদিনের অবহেলা, অদক্ষতা আর প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার ফল।

সুনীল ছেত্রী, ১৫৭ ক্যাপ, ৯৫ গোল , এখনও আমাদের সবচেয়ে বড় তারকা। কিন্তু একজন খেলোয়াড় দিয়ে দল হয় না। গত মৌসুমে আমাদের আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচের ফল? ২ জয়, ৩ ড্র, ৫ হার। ২০২৭ এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে আমরা কাতারের কাছে ০-৩, কুয়েতের কাছে ০-১ গোলে হেরেছি। এই হারগুলো কেবল সংখ্যা নয়, এ আমাদের ব্যর্থ ব্যবস্থার জ্বলন্ত প্রমাণ।

কেপ ভার্দে (জনসংখ্যা মাত্র ৫.৫ লক্ষ) আর কুরাসাও (জনসংখ্যা ১.৫ লক্ষ) বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। এর কারণ কী? তারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করেছে, যুব উন্নয়ন করেছে, প্রশাসন স্থিতিশীল রেখেছে। আর আমরা? অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (AIFF) অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (জ্জ(জ্র) ও আই-লিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কোচ নিয়োগে রাজনীতি , এসব নিয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছি।

ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অবস্থা আরও করুণ। দেশে মানসম্পন্ন ফুটবল স্টেডিয়ামের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। যুব একাডেমি বলতে গেলে নেই বললেই চলে। গ্রামে-গঞ্জে যে লক্ষ লক্ষ প্রতিভা লুকিয়ে আছে, তাদের খুঁজে বের করার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে আমরা বছরের পর বছর একই পুরনো মুখ দেখি, নতুন কাউকে তৈরি করতে পারি না।

তবু আশার আলো একেবারে নিভে যায়নি। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ দর্শক টানছে, টিভি রেটিং বাড়ছে, স্পনসর আসছে। এই অর্থকে যদি সঠিক জায়গায় খরচ করা যায় , তৃণমূল পর্যায়ে একাডেমি গড়ে, কোচদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, মেয়েদের ফুটবলেও সমান গুরুত্ব দিয়ে , তাহলে পরিবর্তন সম্ভব।

কিন্তু তার জন্য চাই প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা। জ্জচ্চ-কে রাজনীতি-মুক্ত করতে হবে। একটি দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ দরকার , ২০৩০, ২০৩৪, ২০৩৮ বিশ্বকাপের জন্য। শুধু সিনিয়র দল নয়, অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-২০, অনূর্ধ্ব-২৩ , সব স্তরে একই সঙ্গে কাজ করতে হবে। বিদেশি কোচ নিয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে, প্রতি ছয় মাসে বদলাতে হবে না।

আর সবচেয়ে বড় কথা , আমাদের মানসিকতা বদলাতে হবে। ফুটবলকে আমরা এখনও ‘দ্বিতীয় শ্রেণির’ খেলা ভাবি। ক্রিকেট যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকার ইকোসিস্টেম গড়ে তুলেছে, সেখানে ফুটবলের বাজেট তার শতাংশের একটা ভগ্নাংশ। এই বৈষম্য না ভাঙলে আমরা কখনোই এগোব না।

১৪২ নম্বরে নেমে আসা কেবল একটি সংখ্যা নয়, এ একটি জাতির ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই ব্যর্থতা চিরস্থায়ী নয়। ১৪০ কোটি মানুষের দেশে প্রতিভার অভাব নেই। অভাব আছে সদিচ্ছা, পরিকল্পনা আর একাগ্রতার। যদি আজ থেকে আমরা ঠিক পথে হাঁটি, যদি ফুটবলকে সত্যিকারের জাতীয় অগ্রাধিকার করি, তাহলে ২০৩৬ বিশ্বকাপে ভারতকে মাঠে দেখার স্বপ্ন অলীক নয়।

সময় খুব বেশি নেই। প্রতি মাসে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এবার হয় উঠে দাঁড়ানোর, নয়তো চিরকাল ১৫০-এর নিচে ঘুরে বেড়ানোর। সিদ্ধান্ত এখন আমাদের।